পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

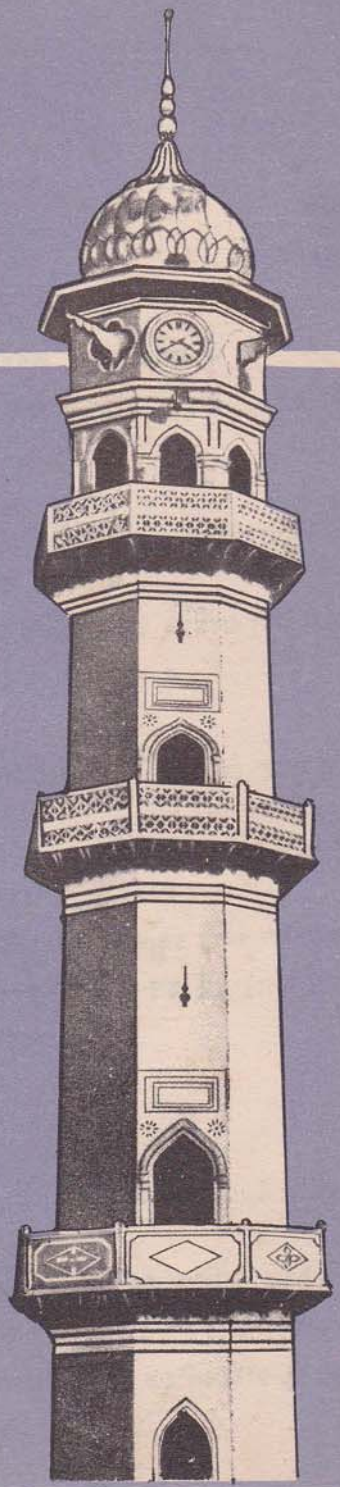

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ের ৩৯শ বর্ষ ।। ২১শ সংখ্যা
৩রা রজব ১৪০৬ হিঃ ।। ১লা চৈত্র ১৩৯২ বাংলা ।। ১৫ই মার্চ ১৯৮৬ইং
বার্ষিক চাঁদা ।। বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা ।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

১৫ই মার্চ ১৯৮৬

৩৯শ বর্ষ:
২১শ সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা হুদ (১২শ পারা, ৬ষ্ঠ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌ: মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'পারস্পারিক ভালবাসা ও ঐক্য'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	২
* অমৃত বাণী : 'আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ:) অনুবাদ : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভুঁইয়া	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) অনুবাদ : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৪
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৯
* সুলতানুল কলম হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ:) এর গ্রন্থ-পরিচিতি:—৪ :	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	২৪
* সংবাদ :	সংকলন : জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	২৭

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, সালামতি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৯শ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা

১লা চৈত্র ১৩৯২ বাংলা : ১৫ই মার্চ ১৯৮৬ইং ১৫ই আমান ১৩৬৫ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

সুরা হুদ

[ইহা মক্কী সুরা, ইহার বিসমিল্লাহ সহ ১২৪ আয়াত এবং ১০ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬ষ্ঠ রুকু

১২শ পারা

৫। এবং হে আমার কওম! ইহা আল্লাহর উটনী, যাহা তিনি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ (বানাইয়াছেন), অতএব তোমরা ইহাকে স্বাধীনভাবে ফিরিতে দাও, যেন ইহা আল্লাহর যমীনে পানাহার করিয়া বেড়াইতে পারে ; এবং ইহাকে কষ্ট দিও না নচেৎ এক আশু আযাব তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে।

৬৬। কিন্তু তাহারা উহার পা কাটিয়া হত্যা করিল ; তখন সে বলিল, তোমরা তিন দিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে (সঞ্চিত খাদ্য সম্ভার) উপভোগ কর, ইহা এমন এক ওয়াদা যাহা আদৌ মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে না।

৬৭। এবং যখন আমাদের (আযাবের) হুকুম আসিল, তখন আমরা সালেহকে এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকেও সেইদিনের লাঞ্ছনা হইতে আমাদের বিশেষ রহমত দ্বারা নাজাত দিয়াছিলাম ; নিশ্চয় তোমার রাব্ব সর্বশক্তির অধিপতি এবং পরাক্রমশালী।

৬৮। এবং যাহারা জুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে এক বিকট শব্দকারী আযাব পাকড়াও করিয়াছিল, ফলে তাহারা স্ব স্ব-গৃহে যমীনের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

৬৯। যেন তাহারা ইহাতে (অর্থাৎ সেই দেশে) কখনও বসবাস করে নাই ; শুন! সামুদ তাহাদের রব্বের (নেয়ামত সমূহের) কুফর করিয়াছিল ; শুন! (আযাবের ফেরেশতা-গণকে হুকুম দেওয়া হইল,) সামুদের জন্য অভিশাপ (ধার্য কর)। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

পারস্পরিক ভালবাসা ও ঐক্য

১। হযরত আবু জার (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—"তোমার ভ্রাতার সামনে তোমার একটি মৃদু হাসি একটি দানের কার্য্য, মন্দ কার্য্যে নিষেধ একটি দানের কার্য্য, অপরিচিত স্থানে কোন লোককে তোমার পথ প্রদর্শন একটি দানের কার্য্য; দৃষ্টিহীন লোককে তোমার সাহায্য করা একটি দানের কার্য্য এবং তোমার বাল্‌তি হইতে তোমার ভ্রাতার বাল্‌তিতে পানি ঢালিয়া দেওয়া দানের কার্য্য।" (তিরমিযী শরীফ)

২। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—"ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বেহশ্‌তে যাইতে পারিবে না; এবং পরস্পর পরস্পরকে ভাল না বাসিলে "ঈমান আসিতে পারে না। আমি কি তোমাদিগকে এমন কার্য্যের সন্ধান দিব না যাহা করিলে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবে? তোমাদের ভিতরে 'সালাম' বিস্তার কর।" (মোসলেম শরীফ)

৩। হযরত আবু হুরায়রাহ হইতে (রাঃ) বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—"যদি দুইজন বান্দা একজন প্রাচ্যে এবং অন্যজন পাশ্চাত্যে মহান আল্লাহর জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, আল্লাহ বিচারের দিন তাহাকে এই বলিয়া একত্র করিবেন যে, এই ব্যক্তি আমারই জন্য তাহাকে ভালবাসিয়াছে।" (বাইহাকী)

৪। হযরত হারেস আশজায়ী হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—"আমি তোমাদিগকে পাঁচটি আদেশ দেই—(১) একতা রক্ষা করা, (২) কর্তৃপক্ষের আদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা এবং বাধ্য থাকা, (৩) হিজরত করা এবং আল্লাহর পথে (সময়োপযোগী) জেহাদ করা, (৪) অর্ধ হস্ত পরিমাণ দূরেও যে জামাত হইতে সরিয়া পড়ে, সে তাহার গ্রীবাদেশ হইতে ইসলামের বন্ধনকে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত মুক্ত করিয়া দেয় এবং (৫) যে অন্ধকার যুগের দাওয়াত দেয়, সে নামাজ পড়িলেও রোজা রাখিলেও এবং নিজেকে মুসলমান মনে করিলেও জাহান্নামের জ্বালানী-কাষ্ঠ হইবে।" (তিরমিজী শরীফ)

৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—"যে তাহার আমীরের ভিতর এমন দোষ দেখিতে পায় যাহা সে অপ্রিয় মনে করে, সে যেন ধৈর্যধারণ করিয়া থাকে, কেননা আমি দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি ঐক্যের ভিতর অর্ধ হস্ত পরিমাণও প্রভেদ সৃষ্টি করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার অন্ধকার-যুগের মৃত্যু হইবে।" (বোখারী মুসলেম)।

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

অনুবাদ: এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

"এই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য জিহ্বা, কর্ণ, চক্ষু এবং প্রত্যেকটি অঙ্গে 'তাকওয়া' সঞ্চারিত করা। তকওয়ার আলো উহার ভিতরেও থাকিবে এবং বাহিরেও রহিবে। জামাতকে উত্তম 'আখলাক' (চরিত্র ও আচার-ব্যবহার)-এর উৎকৃষ্ট আদর্শ হইতে হইবে, এবং কেহ যেন অযথা ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রভৃতির বশীভূত না হয়। আমি দেখিতেছি যে, জামাতের অধিকাংশ লোকের মধ্যে এখন পর্যন্ত ক্রোধের বশীভূত হওয়ার দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। অল্প অল্প কথায় পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এবং একে অন্যের সহিত ঝগড়া শুরু করিয়া দেয়। জামাতের মধ্যে এইরূপ লোকের কোন স্থান নাই। আমি ইহা বুঝিতে পারি না যে গালি দিলে উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিলে কি অসুবিধা হয়? প্রত্যেক জামাতের ইস্‌লাহ বা সংস্কার সর্ব প্রথম আখলাক বা চরিত্র-গঠন দ্বারা আরম্ভ হইয়া থাকে। জামাত ইহার ভিত্তিতে উত্তমরূপে তরবিয়তে উন্নতি লাভ করে। এবং ইহার জন্য সবচাইতে উত্তম উপায় —যদি কেহ গালমন্দ দেয়, তাহা হইলে আন্তরিক বেদনার সহিত তাহার জন্য দোয়া করা, যেন আল্লাহ তাহার সংশোধন করেন এবং নিজের মনের মধ্যে বিদ্বেষ ভাবকে কোন প্রকারে বর্দ্ধিত হইতে না দেওয়া। যেমন দুনিয়ার আইন আছে, তেমনি আল্লাহরও আইন আছে। যখন দুনিয়া নিজের আইনকে পরিত্যাগ করে না, তখন আল্লাহ তাঁহার আইনকে কেন পরিত্যাগ করিবেন?

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে পরিবর্তন না ঘটিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার (খোদার) নিকট তোমাদের ধৈর্য্য এবং ক্ষমা ইত্যাদি প্রকৃষ্ট গুণাবলীর স্থলে পশুত্বকে আল্লাহ-তা'লা কখনও পছন্দ করেন না। যদি তোমরা এই উৎকৃষ্ট গুণাবলীতে উন্নতি করিতে পার, তাহা হইলে তোমরা অতি শীঘ্র খোদাকে লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু আমি দুঃখিত যে, জামাতের একাংশ এখনও আখলাকের দিক দিয়া দুর্বল। ইহার জন্য শুধু বিরুদ্ধবাদীগণই আনন্দ ভোগ এবং নিন্দাবাদ করে না বরং তাহারাও নিজেদের নৈকট্যের উচ্চস্থান হইতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।" (বক্তৃতার সমষ্টি, ৫)

"আমার ইহা ধর্ম, যে ব্যক্তি আমার সহিত একবার বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেই বন্ধনের প্রতি আমার এতখানি খেয়াল থাকে যে, সে ব্যক্তি যে কোন অবস্থা ও রূপই ধারণ করুক না কেন, আমি তাহার সহিত বন্ধন ছিন্ন করিতে পারি না। অবশ্য সে নিজে যদি ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমি নিরুপায়। অন্যথা, আমার ধর্মত এই যে, আমার বন্ধুগণের মধ্য হইতে কেহ যদি মদ পান করিয়া বাজারে পড়িয়া থাকে এবং এমতাবস্থায় লোকজন তাহার চতুষ্পার্শে ভিড় করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তবুও আমি যে কোন প্রকার তিরস্কার বা নিন্দার ভয় উপেক্ষা করিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া আসিব। বন্ধুগণের দিক হইতে যতই অবাঞ্ছনীয় ঘটনার সৃষ্টি হউক না কেন উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলা এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা উচিত।" (আল-হাকাম ২৪শে জুন ১৯০০ খৃঃ)

অনুবাদ: আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৫ শে অক্টোবর, ১৯৮৫ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) সুরা বাকারার ২৭১, ২৭২ ও ২৭৩ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন :—

وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه ط وما للظلمين من انصار ٥ ان تبدوا الصدقت فنعما هي ج وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ط ويكفر عنكم من سيئاتكم ط والله بما تعملون خبير ٥ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم ط وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ط وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون ٥

অর্থ :—"এবং যাহা কিছু তোমরা খোদার জন্য খরচ কর বা যাহা কিছু তোমরা মানত কর, আল্লাহ ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত আছেন (তিনি উহা পুরাপুরিভাবে ফেরত দিবেন) এবং জালেমদের কেহ সাহায্যকারী হইবে না। এবং যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর, তবে ইহাও খুব ভাল (পন্থা) এবং যদি তোমরা উহা গোপন করিয়া দরিদ্রগণকে দাও তাহাহইলে ইহা তোমাদের (আত্মার) জন্য উৎকৃষ্টতর, এবং তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ ইহার কারণে) তোমাদের অনেক পাপ মোচন করিয়া দিবেন ; এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা অবগত আছেন। তাহাদিগকে হেদায়েত দেওয়ার দায়িত্ব তোমার উপর নহে বরং আল্লাহ যাহাকে চাহেন হেদায়েত দান করেন। এবং যে উত্তম মাল তোমরা দান কর, উহা তোমাদের (আত্মার) কল্যাণের জন্যই করিয়া থাক। এবং তোমরা যে উত্তম মাল খরচ কর, উহা তোমাদিগকে পুরাপুরিভাবে (পুরস্কারের আকারে) ফেরত দেওয়া হইবে, এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না।" (অনুবাদক)।

হুজুর আকদাস (আইঃ) অতঃপর বলেন :—

এই আয়াতগুলি যাহাতে মালী কোরবানী (আর্থিক কোরবানী) সম্বন্ধে একটি ইতিবাচক,

মজবুত, খুবই গভীর এবং ব্যাপক বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হইয়াছে. এইগুলি বারবার জামাতের সম্মুখে পাঠ করা হইয়া থাকে এবং আহমদীরা নিজেরাও এই আয়াতগুলি বার বার তেলাওয়াত করিয়া থাকে। কিন্তু যতবারই এই আয়াতগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়, ততবারই আল্লাহতায়ালার ফজলে এইগুলির মধ্যে নূতন বিষয়বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় এবং নূতন বিষয়বস্তু সম্পর্কে দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। আজ আমি এই আয়াতগুলি এই জন্য নির্বাচন করিয়াছি যে, আজ আল্লাহতায়ালার ফজল, তাঁহার এহসান ও তাঁহার দেওয়া তৌফিক অনুযায়ী আমি 'তাহরীকে জদীদে'র ৫২তম বৎসরের সূচনা ঘোষণা করার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি। যেহেতু তাহরীকে জদীদ আল্লাহর পথে মালী কোরবানীগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে এবং বর্তমান যুগে ইহা একটি আজিমুশশান মালী কোরবানীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, যাহা বিভিন্নরূপে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়াছে এবং ফল-ফুল দান করিতেছে এবং এই তাহরিকের গর্ভ হইতে আরো নূতন নূতন মালী তাহ্‌রীকের জন্ম হইয়াছে, জন্ম হইতেছে এবং জন্ম হইতে থাকিবে, ইনশাআল্লাহ। অতএব ইহা জরুরী যে যখনই তাহরীকে জদীদ বা অন্যান্য যে কোন মালী তাহরীকের জন্য তাহরিকের সূচনা করা হয় তখন বরকতের জন্য কোরআন করীম হইতে এবং কোরআন করীমের বিষয়বস্তুগুলি হইতে উপকৃত হওয়ার জন্য কোন কোন আয়াত নির্বাচন করিয়া ঐগুলি জামাতের সম্মুখে পেশ করা হয়! যে আয়াতগুলি আমি তেলাওয়াত করিয়াছি, উহাদের মধ্যে প্রথম আয়াতটি وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه ؕ وما للظالمين من انصار

[অর্থাৎ এবং যাহা কিছু তোমরা (খোদার জন্য) খরচ কর বা যাহা কিছু তোমরা মানত কর, আল্লাহ উহা নিশ্চিতরূপে অবগত আছেন। (তিনি উহা পুরাপুরিভাবে ফেরত দিবেন) এবং জালেমদের কেহ সাহায্যকারী হইবে না।] আয়াতটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু বর্ণনা করিতেছে এবং এইরূপ মনে হয় যে, এইখানে কথা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং ইহার পর আর কোন বিষয়বস্তুর প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু অবশিষ্ট আয়াতগুলি যখন এই বিষয়বস্তুটিকে আরো আগাইয়া লইয়া যায় তখন মনে হয় যে, এমন কয়েকটি দিক ছিল, যাহা ব্যাখ্যা করা জরুরী ছিল। ইহার অর্থ এই যে, যাহা কিছু তোমরা খরচ কর, উহা যে কোন প্রকারের খরচই হোক না কেন, অথবা যাহা কিছু তোমরা মানত কর, উহা যে কোন প্রকারের মানতই হউক না কেন, فان الله يعلمه আল্লাহ উহা নিশ্চিতরূপে অবগত আছেন। মালী কোরবানীর ক্ষেত্রে, উহা যে কোন ধরনেরই হউক না কেন, উপহার হউক বা সদকা হউক বা লোক দেখানোর জন্য হউক, যে কোন উদ্দেশ্যেই খরচ করা হউক না কেন, প্রত্যেক খরচাকারীর সম্মুখে একটি চেহারা বিদ্যমান থাকে, যে চেহারার সন্তুষ্টি সে লাভ করিতে চায়। লোক দেখানোর জন্যও যাহারা খরচ করে, তাহাদের সম্মুখেও জনগণের চেহারা বিদ্যমান থাকে। দেখানো ছাড়া এবং এইরূপ উদ্দেশ্য ছাড়া, যাহার ফলশ্রুতিতে কেহ সন্তুষ্ট হয়, কোন মানুষ কোন খরচ করে না। মানুষ যখন নিজের জন্যও খরচ করে তখন সে উহা অবগত

থাকে এবং সে যখন নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খরচ করে, তখন তাহারা ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তি লাভ করিতে পারে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহারা জানিতে পারে যে, খরচকারী কে? এই জন্যই পাঞ্জাবীতে বলা হয়, "ঘুমন্ত শিশুর মুখ চুম্বন করিয়া লাভ কি?" কারণ সে জানিতে পারে না কে তাহার মুখ চুম্বন করিয়াছে। অতএব মাতাও যখন তাহার শিশুর মুখ চুম্বন করে তখন তাহার হৃদয়ে এই বাসনার উদ্রেক হয় যে, তাহার শিশু জানুক যে কে তাহার মুখ চুম্বন করিতেছে। অতএব আল্লাহতায়ালা এই আয়াতে এই সকল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যেহেতু তোমরা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামেরা যাহা কিছু খরচ কর, উহা তোমরা আল্লাহর জন্য খরচ কর। অতএব তোমরা এক চির-জাগ্রত প্রভুর পায়ে মানত পেশ করিতেছ এবং তিনি সর্বাবস্থায় ও সদা সর্বদা কেবলমাত্র তোমাদের মালী কোরবানীর বাহ্যিক দিক সম্বন্ধেই জ্ঞাত নহেন, বরং ইহার পশ্চাতে তোমাদের যে আবেগ রহিয়াছে উহা সম্বন্ধেও জ্ঞাত। তিনি কেবলমাত্র তোমাদের নিয়তের উত্তম দিক সম্বন্ধেই জ্ঞাত নহেন, বরং তিনি উহার মন্দ দিক সম্বন্ধেও জ্ঞাত। এই জন্য এই আয়াতে যেমন সাহস দেওয়া হইয়াছে এবং বিশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে আমাদের মালী কোরবানী কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট করা হইবে না এবং যে চেহারার সন্তুষ্টির জন্য আমরা কোরবানী পেশ করিতেছি, তিনি উহা সম্বন্ধে উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন, তেমনিভাবে একটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে যে, পৃথিবীর লোকদিগকে তো তোমরা প্রতারনা করিতে পার এবং পৃথিবীর লোকদিগের ক্ষেত্রে তোমরা এইরূপ করিতে পার যে তোমরা খরচ করিতেছ কোন এক উদ্দেশ্যে, কিন্তু বাহবা চাহিতেছ অন্য কাহারো নিকট হইতে। কোন কোন সময় তোমরা তোমাদের এহসানের কথা অন্য কাহাকেও স্মরণ করাইতেছ, কিন্তু তোমাদের উদ্দেশ্য থাকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন কিছু। বস্তুতঃ এইরূপ বড় বড় রিয়াকার (যাহারা লোক দেখানোর জন্য কিছু করে) রহিয়াছে, যাহারা গরীবদের জন্য খরচ করে। ইহার পশ্চাতে তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, জাতির মধ্যে তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবং জাতি যেন মনে করে তাহারা খুবই দয়ালু ব্যক্তি। এইরূপ বড় বড় রিয়াকার রহিয়াছে যাহারা টেলিভিশনের পর্দায় স্থান পাওয়ার জন্য খরচ করিয়া থাকে। এবং পরবর্তীকালে সরকার প্রধানের নিকট হইতে ফায়দা হাসেল করার জন্য খরচ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহারা নেক কাজেই খরচ করিয়া থাকে। তাহারা বাহবা পাইতে চায় এক তরফ হইতে কিন্তু তাহাদের খরচের গতি ভিন্ন তরফে থাকে। অতএব আল্লাহতায়ালা সংগে সংগে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, তোমাদের সদা সর্বদা এই কথা মনে রাখা উচিত যে, যে সত্বার নামে তোমরা খরচ করিতেছ তিনি তোমাদের গোপন ধারনা সম্বন্ধেও জ্ঞাত আছেন। অতএব সেখানে যদি কোন বিঘ্ন থাকে তাহা হইলে তোমাদের খরচ গ্রহণ করা হইবে না। বস্তুতঃ ইহার অব্যবহিত পরেই বলা হইয়াছে: , وما للظالمين من انصار (অর্থাৎ জালেমদের কেহ সাহায্যকারী হইবে না)। এখন বস্তুতঃ এই আয়াতের প্রথম অংশের সহিত ইহার

অন্য অংশের কোন সম্পর্ক দৃষ্টিগোচর হয় না। বলা হইতেছে যে, তোমরা যখন কোন খরচ কর এবং নেক কাজে খরচ করার জন্য কোন নিয়ত কর, তখন সর্বাবস্থায় খোদাতায়ালা উহার সব দিক সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল থাকেন এবং সংগে সংগে এই কথা বলা হইয়াছে যে, জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। যে ব্যক্তি খরচ করে সেতো উত্তম ব্যক্তি। সেখানেতো মোহসীনদের (পুণ্যাত্মাদের) কথা উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। তাহাহইলে বস্তুতঃ وما للظلمين من انصار (এবং জালেমদের কোন সাহায্যকারী নাই) এই কথার কি সম্পর্ক রহিয়াছে? এই দিক সম্বন্ধে যখন আমরা চিন্তা করি তখন খুবই একটি ব্যাপক বিষয়বস্তু সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহার আবার দুইটি দিক রহিয়াছে। প্রথমতঃ সৌন্দর্য্যের দিক এই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে পয়গাম পৃথিবীর সামনে পেশ করিয়াছেন এবং من انصاري الى الله (অর্থাৎ আল্লাহর পথে কে সাহায্যকারী আছে) এর আহ্বান জানাইয়াছিলেন, উহার ফলশ্রুতিতে তাঁহার জন্য انصار الى الله (অর্থাৎ আল্লাহর পথে সাহায্যকারী) সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহার সৌভাগ্য জালেমদের হয় নাই। ইহার পূর্বে সূরা সফেই এই বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যাহারাই ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام (অর্থাৎ—এবং তাহার চাইতে অধিক জালেমকে হইতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, যদিও তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়) সেখানেও বাহ্যতঃ জালেম বলিয়া কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু নেক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের ব্যাপারে তাহাদিগকে রক্ষা করা হইয়াছে। ইহা বলা হইয়াছে যে, জালেমকে খোদাতায়ালা সাহায্য করেন না। তাহাকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। যখন কেহ খোদার তরফ হইতে দাবী পেশ করে এবং ধ্বংস হয়না ও তাহার জন্য انصار الى الله (আল্লাহর পথে সাহায্যকারী) সৃষ্টি হইয়া যায়, তখন তাহারা জালেম না হওয়ার ইহাই লক্ষণ। অতএব বিষয়টি বাহ্যতঃ না-সূচকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা এই দিক হইতে হাঁ-সূচক হইয়া যায়। বলা হইয়াছে, দেখ, মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম انفاق فى سبيل الله (আল্লাহর পথে খরচ করা) এর দাওয়াত দিতেছেন এবং তোমরা এই انفاق এর উপর 'লাব্বায়েক' (আমি উপস্থিত) বলিতেছ এবং খোদা উত্তমরূপে অবগত আছেন যে তোমরা কত দৃঢ়তার সহিত লাব্বায়েক বলিতেছ। তোমাদের এই আচরণ এবং খোদার পথে তোমাদের খরচ করার এই সৌন্দর্য্য এইরূপ একটি মনোরম দৃশ্য যে, ইহা একমাত্র انصار الى الله দের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং জালেমদিগকে খোদাতায়ালা انصار الى الله দান করেন না। অতঃপর من انصاري الى الله এর বিষয়বস্তুটিকে পরবর্ত্তী আয়াত-গুলিতে খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কোন্ আনসারদের কথা বলা হইতেছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আহবানেতো খরচ করার লোক সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু একটি সন্দেহ হইতে পারে যে, কোন্ কোন্ অন্যায় তাহরীকের উপর নীতি-হীন লোকদের জন্যও সাহায্যকারী সৃষ্টি হইয়া থাকে। সরকার খরচ করে। এতদব্যতীত কোন কোন নেতৃস্থানীয় এমন ব্যক্তি রহিয়াছে, যাহারা খারাপ লোকদের জন্য অসদুদ্দেশ্যে খরচ করে।

অতএব ইহা কিভাবে সনাক্ত করা যাইবে যে এই ব্যক্তির (হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) আহবানে যাহারা খরচ করে তাহারা আনসার এবং জালেমরা এইরূপ খরচ করার সৌভাগ্য লাভ করেনা এবং শেষোক্ত ব্যক্তিদের আহবানে যাহারা খরচ করে তাহারা আনসার নয়? ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হওয়া উচিত। এইজন্য পরবর্ত্তী আয়াত এই পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করিয়া দিতেছে। যাহারা আল্লাহর পথে খরচ করে অর্থাৎ যাহারা انصاری الی اللہ এবং যাহারা অন্যান্য ব্যাপারে অসদুদ্দেশ্যে খরচ করে—এই আয়াত এই উভয় দলের মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট পার্থক্য করিয়া দেয়। আয়াতে বলা হইয়াছে:— ان تبدوا الصدقت فنعما ھی ج وان تخفوھا وتؤتوھا الفقراء فھو خیر لکم ویکفر عنکم من سیاتکم و اللہ بما تعملون خبیر

এখন এই বিষয়বস্তুটি দুইভাবে ইহার পূর্বের আয়াতের বিষয়বস্তুকে উদঘাটন করিয়া দিতেছে। উভয়ের মধ্যে এইরূপ মনোরম সম্পর্ক রহিয়াছে যে, মানুষ অবাক বিস্ময়ে কোরআন করীমের বর্ণনা-ভঙ্গীকে দেখিতে থাকে। উপরোক্ত আয়াতের প্রথম অংশ প্রথম আয়াতের প্রথম অংশ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ এর সহিত সম্পর্ক রাখে এবং অন্য অংশ انصاری الی اللہ এর বিষয়বস্তুকে উদঘাটন করিয়া দিতেছে যে, তাহারা যখন খরচ করে তখন উহার কি ফল দাঁড়ায়। বলা হইয়াছে ان تبدوا الصدقت যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর, তাহাহইলে فنعما ھی ইহাও খুবই উত্তম পন্থা। وان تخفوھا الفقراء فھو خیر لکم এবং যদি তোমরা গোপনে গরীবদিগকে দান কর, তাহা হইলে ইহাও তোমাদের জন্য উত্তম। এই বিষয়টির ব্যাখ্যা এই জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যে প্রথম আয়াতেতো বলা হইয়াছিল যে আল্লাহ অবগত আছেন এবং যাহার জন্য তোমরা খরচ করিতেছ তিনি জানিয়া গিয়াছেন। অতএব বক্তব্য শেষ হইয়া গেল এবং বিষয়বস্তু পূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর প্রকাশ্যে দান করার প্রয়োজন কি? মানুষের হৃদয়ে এই ধারণা আসিতে পারে যে, আমি আল্লাহর জন্য এইভাবে খরচ করিব, যাহাতে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি কোনভাবেই ইহা জানিতে না পারে। তাহাহইলে নেকী হইবে এবং ইহা ব্যতীত দান কবুল হইবেনা। হৃদয়ে একটি ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। অতএব আল্লাহতায়ালা বলেন যে, যদি তোমরা প্রকাশ্য-ভাবে দান কর, فنعما ھی ইহাও খুব উত্তম। প্রকাশ্যভাবে দান করার বিষয়বস্তুটি অধিকতর জাতীয় চাঁদার সহিত সম্পৃক্ত। কেননা যখন আপনারা জাতীয় পর্যায়ে মালী কোরবানীতে অংশ গ্রহণ করেন তখন ব্যাপারটি গোপন থাকিতেই পারে না। ইহা প্রকাশের সহিত এইরূপ একটি গভীর যোগসূত্র রহিয়াছে যে, উহা ছিন্ন হইতেই পারেনা। আপনারাতো খোদাকে কোন চাঁদা সরা-সরি দিতে পারেননা। আপনারা চাঁদা জামাতীভাবেই দিয়া থাকেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন খোদা ও বান্দাদের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন তখন যদি আপনারা বাকী নেযামকে বাদও দেন তাহাহইলেও হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চরণে আপনাদের কোরবানী হাজির করা ব্যতীত অন্য কোন পথ ছিলনা। হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর (রাঃ) এবং অন্যান্য আরও যাহারা কোরবানী করিতেন তাহারা কোন কোন সময় তাঁহাদের কোরবানী অন্যদের নিকট গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। অতএব তাঁহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে তাঁহাদের কোরবানী পেশ করিয়া দিতেন এবং সেইখান হইতে তাঁহাদের এই কোরবানী প্রকাশিত হইয়া যাইত। উহা এই জন্য প্রকাশিত হইত, যাহাতে অন্যান্যরাও তাহাদের অনুগমন করে। অতএব কোরবানী প্রকাশ করার সংগে জাতীয় কোরবানীর একটি সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহা সম্ভবপর নয় যে, আপনারা জাতীয় কোরবাণীতে

অংশগ্রহণ করিবেন এবং উহাকে গোপন করিবেন। যদি ইহা সম্ভবপর হয়ও, তথাপি ইহা এইভাবে গোপন করা যে, কোন মানুষ ইহা জানিতে পারিবেনা—এইরূপ গোপনীয়তা রক্ষা করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। কোরবানীর দ্বিতীয় দিকটি হইতেছে ব্যক্তিগত কোরবানী। ব্যক্তিগত কোরবানী গোপন করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গরীব, ফকির, এতিম এবং বিধবাদিগকে যখন আপনারা কিছু দান করেন তখন উহা দুইভাবে দান করিতে পারেন। সমগ্র পৃথিবীর নিকট হইতে গোপন রাখিয়া দান করা যাইতে পারে। কিন্তু এমতাবস্থায় যাহাকে দেওয়া হয় সে জানিতে পারে। যেহেতু কোরআন করীম গোপনীয়তার সহিত ব্যক্তিগত কোরবানীর বিষয়বস্তুকে বাঁধিয়া দিয়াছে, অতএব সাহাবাগণও ইহার অর্থ এইরূপই বুঝিয়াছেন এবং দুইটি হাদীস হইতে জানিতে পারা যায় যে, কোন কোন সময় সাহাবাগণ রাত্রিকালে গোপনে বাহির হইতেন এবং তাঁহারা এইরূপ ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতেন, যাহারা মুখাপেক্ষী এবং যাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং যাহারা জানিতে না পারে। রাত্রিতে গোপনে বাহির হওয়া এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কোন ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী বিষয়। বস্তুতঃ ঐ যুগে এইরূপ মজার মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, কোন এক ব্যক্তি রাত্রিকালে বাহির হইলেন এবং কোন একজন ধনী ব্যক্তিকে তিনি সদকা দিয়া দিলেন এবং সেই স্থান হইতে দৌড়াইয়া চলিয়া আসিলেন, যাহাতে তিনি (ধনী ব্যক্তি) জানিতে না পারেন। وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم এর একটি ছবি এই সময়ও অংকিত হইয়াছিল। পরের দিন এই বিষয়টি লইয়া আলাপ আলোচনা শুরু হইয়া গেল। লোকজন হাসাহাসি করিতে লাগিল যে, আজ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। আজ মদিনায় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একজন গোলাম জগতের নিকট হইতে গোপন করার জন্য যে কেবলমাত্র খোদা জানিতে পারে, রাত্রে বাহির হইলেন এবং একজন ধনী ব্যক্তিকে সদকা দিয়া পলায়ন করিলেন, তিনি উক্ত ধনী ব্যক্তিকে এই কথা বলার জন্য এতটুকু সময় দিলেননা যে, মিয়া আমার প্রয়োজন নাই। পরের রাত্রিতেও তিনি বাহির হইলেন এবং আবারও এইরূপ একজন ব্যক্তিকে সদকা দিলেন, যাহাকে সদকা দেওয়া সমীচীন নহে। এইভাবে অনবরত তিন রাত্রি তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি জানিতে পারিলেননা যে তিনি আদতেই সঠিক ব্যক্তিকে সদকা দিয়াছিলেন কিনা। অতএব আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে লোকেরা এই বিষয়ে এতদূর পর্যন্ত পেঁছাইতেছিলেন, যাহাতে تخفوا এর বিষয়বস্তু এইরূপে পূর্ণ হইয়া যায় যে, যাহাকে দান করা হইতেছে সেও জানিতে না পারে। কিন্তু অধিকাংশ সময় অধিকাংশ অবস্থায়, যাহাকে দান করা হয় সে জানিতে পারে এবং যেহেতু আল্লাহতায়ালা জানেন যে এই ব্যক্তি اخفاء (গোপনীয়তা) চায় এবং আল্লাহতায়ালা জানেন যে এই ব্যক্তি কোন প্রতিদানের আশা রাখেনা, অতএব তিনি এই ব্যক্তির দানের গোপনীয়তার হেফাজত করেন যখন তিনি বলেন যে, ان الله يعلمه আল্লাহ্ অবগত আছেন। আল্লাহ্ উহার সব দিক সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন। এই জন্য তোমরা اخفاء এর ব্যাপারে এতখানি সাবধানতা অবলম্বন করিওনা, যাহাতে সীমা ছড়াইয়া যাও। তোমাদের নিয়ত থাকিলেই চলিবে। যদি তোমরা চাও যে তোমাদের দানে রীয়াকারী (লোক দেখানো) না থাকুক এবং যদি তোমরা চাও যে খোদার জন্য তোমরা কাহাকেও কিছু দান করিবে, তাহাহইলে তোমরা তোমাদের নিয়তকে পাক-পবিত্র করিয়া লও। অতঃপর যদি কেহ জানিয়াও ফেলে তথাপি তোমাদের কোরবানী اخفاء এর পর্দার অন্তরালেই থাকিবে। অর্থাৎ খোদাতায়ালা যে কোরবানীকে مخفى (গোপন) বলিয়া সাব্যস্ত করেন, ঐ একই হিসাবে তোমাদের কোরবানীকেও গোপন বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে। আরও বলা হইয়াছে ويكفر عنكم من سيئاتكم আল্লাহতায়ালা তোমাদের পাপ মোচন করিয়া দেন। যখন এই তিনটি বৈশিষ্ট একত্রে মিলাইয়া পড়া হয় তখন জানা যায় যে, انصاری الی الله কাহারা এবং من انصاری

الی اللہ কাহারা। জালেমেরা কখনো انصاری الی اللہ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনা। যখন আপনারা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিবেন তখন দেখিতে পাইবেন যে আল্লাহর নবী ছাড়া অন্য কেহ এই জাতীয় খরচাকারী মানুষ পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনা। তাহারা যখন প্রকাশ্যে দান করে তখন তাহারা উহা এই জন্য করে, যাহাতে তাহারা জাতীয় কোরবানীতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এমতাবস্থায় তাহাদের জন্য গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। তাহারা এই জন্যও প্রকাশ্যে দান করে যাহাতে, অন্যান্য লোকদের মধ্যেও তাহরীকের সৃষ্টি হয় এবং জাতির মধ্যে কোরবানীর উদ্দীপনা বিস্তার লাভ করে। অবশ্য তাহারা কেবলমাত্র এই প্রকাশ্য দানের উপরই নির্ভর করেনা। অতঃপর তাহারা গোপনেও দান করিয়া থাকে। তাহারা গোপনে এই জন্য দান করে, যাহাতে তাহাদের হৃদয়ে কোন প্রকার দাগ না লাগিতে পারে এবং উভয় দিক হইতে তাহাদের নিয়ত পরিচ্ছন্ন হইয়া যায়। আল্লাহতায়ালা বলেন যে, যদি তোমরা এইরূপ কর তাহাহইলে ইহার একটি ফল প্রকাশিত হইবে। و يكفر عنكم من سيا تكم আল্লাহর উদ্দেশ্যে খরচাকারী আনসারদের খরচ এইখানেই থামিয়া থাকেনা। ইহার ফল সৃষ্টি হয়। এই পৃথিবীতেও ফল সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি ছাড়াও ইহার আরও একটি ফল এই হয় যে তাহাদের পাপ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে এবং পুণ্য বৃদ্ধি পাইতে শুরু করে। ইহা একটি অদ্ভুত বিষয়বস্তু। ইহা হইতে জানা যায় যে, নেক ব্যক্তিরা যাহারা খোদার জন্য খরচ করে, তাহাদের পথই ঐ সকল লোকদের পথ হইতে ভিন্ন যাহারা খোদা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপর খরচ করে। ইহারা ঐ সকল আনসার, যাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে و ما لظا لمين من انصار (এবং জালেমদের কেহ সাহায্যকারী হইবেনা)। মোহাম্মদ রসুল করীম (সাঃ) সেইরূপ আনসার পাইয়া ছিলেন। তাহাদের চেহারাতো দেখ। ইহারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন জিনিষ। জালেমরা কখনো এইরূপ আনসার পায়না। সমগ্র বিশ্বের জাতি সমূহের মালী কোরবানীর প্রতি তোমরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, আনসার যাহাদের সম্বন্ধে কোরআন করীমে উল্লেখ রহিয়াছে তাহারা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত বা ঐ সকল নবী ব্যতীত যাহারা তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হিসাবে গণ্য, আর কাহারো ভাগ্যে থাকেনা। আমি যখন বলি যে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তীতা সাবে গন্য তখন ইহার অর্থ এই যে যেহেতু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন লক্ষ্য, অতএব অন্যান্য নবীগণও ঐ উত্তম আদর্শেরই অনুবর্ত্তীতা করিয়াছেন, যাহা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চরম পর্য্যায়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও ইসলামের অংশ পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য কোন নবীই এই অর্থে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অজ্ঞানুবর্ত্তীতার বাহিরে থাকেননা এবং যিনিই যে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন, তিনি তাহা এই আজ্ঞানুর্ত্তীতার ফলশ্রুতিতেই লাভ করিয়াছেন। অতঃপর বলা হইয়াছে و الله بما تعملو ن خبير আল্লাহতায়ালা তোমাদের আমল সম্বন্ধে উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের নিয়ত সম্বন্ধেও জ্ঞাত আছেন এবং তিনি জানেন যে তোমাদের নিয়ত উত্তম, তোমাদের নিয়ত পাক-পবিত্র, তোমরা খোদার উদ্দেশ্যে খরচ করিতেছ, তোমরা জাতিগতভাবেও খরচ করিতেছ এবং ব্যক্তিগতভাবেও খরচ করিতেছ। অতঃপর আল্লাহতায়ালা তোমাদের আমলের দুর্বলতা সম্বন্ধেও জ্ঞাত আছেন যে, এই নেকী সত্বেও তোমাদের অন্যান্য আমলে বাধার সৃষ্টি হইতে পারে এবং অনেক প্রকারের দুর্বলতা দেখা দিতে পারে এবং এমনও হইতে পারে যে মানুষ তোমাদিগকে খোঁটা দিবে যে ইহারা চাঁদাতো খুব দেয় কিন্তু ইহাদের

মধ্যে অমুক দুর্বলতা রহিয়াছে এবং চাঁদা দেওয়াতে কি লাভ হইবে যদি কিনা অমুক ব্যাপারে পাপ বিদ্যমান থাকে? চাঁদা দেওয়াতে কি লাভ যদি অমুক ব্যক্তিদের সহিত ইহাদের আচরণ সঠিক না হয়? যাহারা চাঁদা দেয় না তাহারা চাঁদাদানকারীদিগকে এই ধরনের অনেক খোঁটা দিয়া থাকে। অতঃপর লোক দেখানোর অপবাদ দেওয়া হয়। তাহারা আরো বলে, রাখ, চাঁদার জন্যই জামাত বানানো হইয়াছে। আরোতো নেকীর কাজ আছে! আল্লাহতায়ালা বলেন, যে, তিনি তোমাদের আমল সম্বন্ধে অবগত আছেন। তিনি জানেন যে, চাঁদার সহিত অন্যান্য আমলের ভারসাম্য স্থাপিত হয়। অতএব তোমরা মালী কোরবানীতে যত সম্মুখে অগ্রসর হইবে, খোদা ততই তোমাদের চারিত্রিক সংশোধন করিতে থাকিবেন। এই দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব انما ری الی الله এর ইহা অন্য একটি প্রমাণ এবং অন্য একটি বৈশিষ্ট্য। তাহাদের এই বৈশিষ্ট্যের ফলশ্রুতিতে খোদা তাহাদের সহিত একটি বিশেষ আচরণ করিয়া থাকেন, যাহা তিনি গায়েরুল্লাহর জন্য যাহারা কোরবানী করে তাহাদের সহিত করেন না। তাহারা যখন কুকাজের জন্য কোরবানী করে, অর্থাৎ তাহারা যখন কুনিয়তে খরচ করে, খারাপ উদ্দেশ্যে খরচ করে এবং লোকদের জন্য খরচ করে, তখন ইহার ফলশ্রুতিতে তাহাদের এই কোরবানীর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। এই খরচের পর তাহাদের আমল সংশোধিত হয় না, বরং তাহাদের আমল মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে এবং তাহাদের মধ্যে রীয়াকারী অধিক হইতে অধিকতর হইতে আরম্ভ করে। এইরূপ সোসাইটিতে বাহ্যতঃ নেক কাজের উপর খরচ হইয়া থাকে। কিন্তু দিনের পর দিন সমগ্র সোসাইটিই রীযার (লোক দেখানো কাজ) শিকার হইয়া যায়। ছবি উঠানোর জন্য পত্র-পত্রিকায় নাম প্রকাশের জন্য, জন সভায় সকলের সম্মুখে বড় বড় লোকদের হাতে চেক পেশ করার জন্য এবং মানুষের নিকট হইতে বাহাবা কুড়ানোর জন্য তাহারা খরচ করে। অতঃপর ইহার ফলশ্রুতিতে অপবিত্র ধনসম্পদের অন্বেষনে তাহারা আরো সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং তাহাদের মধ্যে হারাম খাওয়ার প্রবণতা পূর্বের চাইতে অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব সম্পূর্ণরূপে দুইটি ভিন্ন বিষয়বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি ভিন্ন প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে হইল ঐ সকল আনসার, যাহাদিগকে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দান করা হইয়াছিল এবং তাঁহার পরে তাঁহার গোলামীতে তাঁহার অন্যান্য প্রতিনিধিদিগকেও চিরকাল দান করা হইতে থাকিবে। অন্যদিকে হইল আনসার, যাহারা গায়ের-আল্লাহর জন্য খরচ করে এবং অসদুদ্দেশ্যে খরচ করে। প্রথমোক্ত দলের আমল সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইতে থাকে এবং يكفر عنكم من سيئاتكم (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের অনেক পাপ মোচন করিয়া দিবেন) এর ওয়াদা তাহাদের মধ্যে পূর্ণ হইতে দেখা যায়। শেষোক্ত দলের আমল মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে। বস্তুতঃ বলা হইয়াছে

যে و الله بما تعملون خبير যেহেতু তোমাদের প্রত্যেক আমলের প্রতি খোদার দৃষ্টি রহিয়াছে, অতএব তিনি জানেন যে তোমাদের আমলের কোন অংশে ঘাটতি আছে এবং কোন অংশে সংশোধনের প্রয়োজন রহিয়াছে। তোমরা প্রশান্ত থাক। সংশোধনকারী আমি (খোদা)। কিন্তু ইহার সাথে সাথেই বলা ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء অর্থাৎ তাহাদিগকে হেদায়েত দেওয়ার দায়িত্ব তোমার উপর নহে, বরং আল্লাহ যাহাকে চাহেন হেদায়েত দান করেন)। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পৃথিবীর হেদায়েতকারী ছিলেন। কিন্তু এখানে বলা হইয়াছে ليس عليك هداهم এই সকল লোকদের হেদায়াতের দায়িত্ব তোমার উপর নহে। ولكن الله يهدى من يشاء আল্লাহ যাহাকে চান হেদায়েত দান করেন। ইহার অর্থতো এই নয় যে, নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক, আঁ-হযরত (সাঃ)-কে হেদায়েতকারীর পদমর্য্যাদা সরাইয়া দেওয়া হইতেছে নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক। ইহার অর্থ এই যে, তুমি হেদায়েতকারী। কিন্তু এতদসত্বেও মানুষের হৃদয়ের সুক্ষ্ম প্রদেশে তোমার দৃষ্টি প্রবেশ করেনা। মানুষের আমলের সূক্ষ্ম দিকে তোমার দৃষ্টি যায়না। যে ব্যক্তিকে তুমি নেকী করিতে দেখিবে, তাহার জন্য তুমি দোওয়া করিবে এবং তাহার সহিত সুন্দর ব্যবহার করিবে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা যিনি পর্দার অন্তরালে অবস্থিত নিয়ত সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন, যিনি আমলের নিয়ত সুক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম দিক সম্বন্ধেও জ্ঞাত আছেন যিনি আমলের বিস্তারিত সব দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং যিনি প্রত্যেক মানুষের আমলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, যদি তিনি চাহেন তাহাহইলে তিনি তাহাদের আমলকে সংশোধন করিবেন। অতএব কাজতো তোমার। কিন্তু উহা করিবেন আল্লাহতায়ালা। তোমাকে হেদায়েতকারী বানানো হইয়াছে। কিন্তু হেদায়েত দানের জিম্মাদারী আল্লাহতায়ালা তাঁহার নিজের উপর বর্ত্তাইয়াছেন, যাহাতে তোমার ক্ষমতার বাহিরে কোন বোঝা না চাপে। এই জন্য হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হেদায়েতের আশিষ যে সমস্ত লোকের নিকট পেঁাছে, তাহাদের সম্বন্ধে খোদা বলেন যে, যদিও তুমি হেদায়েতকারী, কিন্তু হেদায়েত দান করা আমার কাজ। এই জিম্মাদারী আমি তোমার উপর বর্ত্তাইতেছিনা। এই জিম্মাদারী আমি নিজের উপর উঠাইয়া লইয়াছি। وما تنفقوا من خير فلا نفسكم (অর্থাৎ যে উত্তম মাল তোমরা খরচ কর, উহা তোমামাদের আত্মার কল্যাণের জন্যই করিয়া থাক) এই কথা বলিয়া এই বিষয়বস্তুকে উদঘাটন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তোমরা যাহা কিছু খরচ কর তাহা তোমরা নিজেদের জন্যই খরচ করিয়া থাক। অর্থাৎ প্রথমেতো প্রথম আয়াতে প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, বাস্ কথা এইখানেই শেষ হইয়া গিয়াছে। যাহার উদ্দেশ্যে খরচ করার কথা ছিল, তাঁহার নিকট উহা পেঁাছিয়া গিয়াছে। তিনি উহা উত্তমরূপে অবগত হইয়াছেন এবং তোমরা সন্তুষ্টি হইয়া পার্থিব কাজ কর্ম শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ। ঐ উপহার, যাহা সন্তুষ্টি লাভের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে,

উহা যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়া যায় এবং যখন সে উহা সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া যায়, তখন বিষয়বস্তু ঐখানেই শেষ হইয়া যায়। কেননা সন্তুষ্টি লাভ হইয়া গিয়াছে। অতএব বলা হইয়াছে যে, তোমরা সন্তুষ্টিতো লাভ করিয়াছ। কিন্তু ইহা ছাড়াও মালী কোরবানীতে অনেক ফায়দা নিহিত রহিয়াছে। একটি ফায়দা হইল এই যে, খোদা তোমাদের সংশোধনের দায়িত্ব নিজের উপর উঠাইয়া লইয়াছেন। তিনি তোমাদের সংশোধনের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করিয়াছে। খরচের ফলশ্রুতিতে খোদাতায়ালা তোমাদিগকে এক নূতন সৌন্দর্য্য দান করেন। বস্তুতঃ তোমরা যাহা কিছুই খরচ করনা কেন, উহা তোমরা কার্য্যতঃ তোমাদের নিজেদের জন্যই খরচ করিতেছ। কিন্তু সাথে সাথেই বলা হইয়াছে وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله খোদা জানেন যে তোমাদের নিয়ত ইহাই থাকে যে, তোমরা খোদার সন্তুষ্টি লাভ করিবে। অতএব ইহার স্বভাবিক ফলশ্রুতিতে তোমাদের সংশোধন হইয়া থাকে। কিন্তু যদি তোমরা এই নিয়ত রাখ যে, আমাদের অমুক ফায়দা হউক, তাহাহইলে না তোমরা খোদার সন্তুষ্টি লাভ করিবে, না তোমরা উক্ত ফায়দা লাভ করিবে। এই জন্য পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে যে আমিতো তোমাদিগকে বলিতেছি যে ফায়দা তোমরাই লাভ করিবে। কিন্তু খোদার রাস্তায় খরচ করার সময় কখনো নিজেদের ফায়দা হাসেল করার নিয়ত রাখিবেনা। কেননা এই ফায়দা তোমাদের নিকট তখনই পৌঁছিবে, যখন খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা ছাড়া তোমাদের অন্য কোন নিয়ত থাকিবেনা। وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون (অর্থাৎ তোমরা যে উত্তম মাল খরচ কর, উহা তোমাদিগকে পুরাপুরিভাবে পুরস্কারের আকারে ফেরত দেওয়া হইবে এবং তোমাদের উপর জুলুম করা হইবেনা) এখন বিষয়বস্তুটি পূর্ণ হইয়া গেল। বলা হইয়াছে যে কেবলমাত্র ইহাই নহে (অর্থাৎ খোদার সন্তুষ্টি লাভই নহে), বরং তোমরা যাহা খরচ কর, উহা তোমাদিগকে ফেরতও দিয়া দিব। يوف اليكم এর মধ্যে পুরাপুরিভাবে ফেরৎ দেওয়ার বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, তোমরা যে পরিমাণ দান করিবে, উহা পুরাপুরিভাবে তোমাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু অর্থ ইহা নহে। يوف اليكم وانتم لا تظلمون এই বিষয়বস্তুটিকে উদঘাটন করিয়া দিয়াছে। যখন না-বোধক অর্থে বলা হয় যে, তোমাদের লোকসান হইবেনা এবং ইহা লোকসানের সওদা নয়, তখন ইহার অর্থ হাঁ-বোধক হইয়া যায় যে, ইহা অনেক ফায়দার সওদা। ইহা একটি বাচনভঙ্গী, যাহা সব ভাষাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। وانتم لا تظلمون এর অর্থ এই নয় যে, খোদা তোমাদের নিকট হইতে যে, পরিমাণ নিয়াছেন, উহার প্রতিটি 'পাই' সম্পূর্ণরূপে ঐভাবেই ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার অর্থ এই যে, খোদার সহিত যখন তোমরা সওদা কর তখন উহা লোকসানের সওদা হয়না। কোনভাবেই খোদা তোমাদের লোকসানের অনুভূতি থাকিতে দিবেন না। (ক্রমশঃ)

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকা, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৮৬ ইং)

অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

জুময়ার খোৎবা

(সার সংক্ষেপ)

সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (আইঃ)

[৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ইং, লণ্ডনস্থ 'মসজিদে-ফজলে' প্রদত্ত]

সর্বাপেক্ষা বা-আখলাক (চরিত্রবান) জামাত হিসাবে আহমদীয়া জামাতই নিরূপিত হওয়া উচিত ঃ

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন ঃ জাতি গঠনের সূচনা গৃহ থেকে হয়ে থাকে। যদি আমরা গৃহ গঠনের দিকে পুরাপুরি মনোযোগী হই এবং যে সকল খারাপি গৃহ থেকে সৃষ্টি হয়ে জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করে, সেগুলির যথা সময় মূলোৎপটনে প্রয়াসী হই, তাহলে খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহক্রমে জামাত আহমদীয়ার সামগ্রিক চিত্র অত্যন্ত সুন্দর হয়ে ফুটে উঠবে। সারা জগতে সর্বাপেক্ষা বা-আখলাক (উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী) জামাত হিসাবে আহমদীয়া জামাতই নিরূপিত হওয়া উচিত,—শুধু এজন্য না যে প্রত্যেক জাতির নিজেদের সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলার অভ্যাস হয়ে থাকে, বরং এজন্য হওয়া উচিত যে, আমাদের যা দাবী তদনুযায়ী আমরা যদি সে জামাতই হয়ে থাকি তাহলে যুক্তিমতে এ ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানই যায় না। আমাদের দাবী হলো যে, আমরা সর্বাপেক্ষা বা-আখলাক মানব অর্থাৎ হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত এবং আজ আমরাই তাঁর প্রকৃত ও যথার্থ গোলাম। অতএব আহমদীয়া জামাতের পক্ষে দুনিয়ার বুকে সর্বাপেক্ষা বা-আখলাক জামাত হওয়া উচিত। কেননা আমরা যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাসত্ব ও গোলামীর দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকি তাহলে (এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে) আমরা সমগ্র বিশ্বের আখলাক শুধরাবার ও চরিত্র গঠনের দাবী করেছি এবং সারা জগতের জন্য নমুনা ও আদর্শ হওয়ার দাবী করেছি। এই দিক থেকে (আমাদের উপর) বিরাট দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়। অতএব কোন আহমদীর আখলাক সম্বন্ধে কারও পক্ষেই আঙ্গুল তোলার সুযোগ ঘটা উচিত নয়।

সামাজিক খারাপিসমূহের সূচনা ও উৎপত্তি গৃহ থেকেই ঘটে ঃ

হুজুর (আইঃ) সামাজিক খারাপি সমূহের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, এ সকল খারাপির সূত্রপাত ঘটে গৃহ থেকে। মায়েদের কোল থেকে জান্নাতও রচিত হতে থাকে আবার জাহান্নামও তৈরী হতে থাকে সেজন্য ঘরগুলিকে ভাল করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রত্যেক পুরুষের উপর দায়িত্ব বর্তায়, সে যেন নিজেদের আখলাক ঠিক করে এবং প্রতিটি মহিলার উপর দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়, সে যেন নিজের আখলাক ঠিক করে।

হুজুর (আইঃ) সৈয়্যদনা হযরতে আকদাস মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠ করে শোনান এবং বিভিন্ন সামাজিক ত্রুটি চিহ্নিত করেন। হুজুর বলেন যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) 'হাকাম' ও 'আদাল' (—ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী) ছিলেন। তাঁর মেযাজ ও স্বভাব অনবদ্য ও নির্মলভাবে কুরআন ও সুন্নাহর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যার ফলশ্রুতিতে তাঁর প্রতিটি কথা সঠি ও সঠিক হতো। সেজন্য তাঁর বাণী সমূহে গভীরভাবে মনোনিবেশ করুন এবং তদনুযায়ী নিজেদের গৃহের অবস্থা শুধরাবার চেষ্টা করুন।

মায়ের হক ও অধিকার বিশ্লেষণ :

হুজুর (আইঃ) হযরতে আকদাস মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একটি ইরশাদের আলোকে বলেন যে, মায়ের হক অনেক বড় এবং তার মান্যতা বাধ্যতামূলক। প্রথমে অনুসন্ধান করে জানা উচিত যে, এর গভীরে এমন কোন বিষয় তো নাই, যা খোদাতায়ালার আদেশের ফলশ্রুতিতে মায়ের সেই আজ্ঞানুবর্তিতা থেকে দায়মুক্ত করে। খোদাতায়ালার আহকাম ও ফারায়েজ (আদেশ ও কর্তব্যসমূহ)-কে যেকোন অবস্থায় অবশ্যই অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করতে হবে।

শরীয়তের বিষয়াবলী ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সম্ভাব্য কারণ জেনে নিয়ে অসন্তুষ্টির হেতু নিরসন করতে হবে। বাঘ এবং মেষকেও বশে আনলে এসে যায়। দুশমনের সংগেও বন্ধুত্ব হয়ে যায়। যদি আপোস রফা ও সৌজন্য করা হয় তাহলে মাকে নারাজ রাখার কি বা কারণ থাকতে পারে? হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ইসলাহ ও সংশোধনের শিক্ষা দিয়েছেন। সেজন্য বদ-মেযাজী ও কর্কশ আচরণ দূর করার চেষ্টা করুন।

স্ত্রীদের সহিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে উগ্রতা ও লঘুত্ব ঃ

হুজুর (আইঃ) সৈয়্যদনা হযরতে আকদাস মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতির আলোকে বলেন যে, দু'প্রকারের মানুষ দুনিয়াতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক আছে যারা নারীদেরকে সম্পূর্ণ বাধনমুক্ত করে দিয়েছে। দ্বীনের কোন প্রভাব তাদের উপর পড়ে না, কেউ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করে না। পক্ষান্তরে এর বিপরীত কিছু লোক (স্ত্রীদের ক্ষেত্রে) এত কঠোরতা ও বাধা-নিষেধ আরোপ করে যে তাদের (স্ত্রীদের) এবং জীব-জন্তুদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। তাঁরা মহিলাদের সহিত অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। হুজুর বলেন, এরূপ ব্যক্তিরা কাপুরুষ ও পৌরুষহীন, যারা নারীর মোকাবিলায় দাঁড়ায়।

আল্লাহতায়ালা পুরুষকে "কাও-ওয়াম" হিসাবে নির্ধারণ করেছেন ঃ

হুজুর বলে যে, আল্লাহতায়ালা পুরষকে قوام "কাও-ওয়াম' হিসাবে নিরূপন করেছেন, কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, নারীদের মোকাবেলায় দন্ডায়মান হবে এবং বড় বড় (অহংকার সূচক) বুলি আওড়াবে, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে এবং গালিগালাজ করবে। قوام "কাও-ওয়াম"-এর অর্থ হলো, গৃহের পরিবেশকে নির্বিঘ্ন ও মনোরম রাখার প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব পুরুষের উপরে ন্যাস্ত। কিন্তু এইরূপে নয় যে, সে বলপূর্বক অন্যকে দুরস্ত করে; বরং এইরূপ যে, প্রথমে সে নিজেকে নিজে দুরস্ত করে। 'কও-ওয়াম'-এর অর্থ হলো, ভারসাম্যের সৃষ্টি ও রক্ষা-কারী, যে নিজেও সকল প্রকারের চরমপন্থা বা উগ্রতা মুক্ত এবং যে নিজের গৃহকেও সকল প্রকারের চরমপন্থা ও উগ্রতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। পুরুষ তার গৃহের 'ইমাম' (প্রধান) হয়ে থাকে। তার উচিত, তার 'কও-ওয়ামী' বা প্রধানত্বকে বৈধ ও যথার্থ ক্ষেত্রে প্রযোগ করা। যে ব্যক্তি উগ্র ও ক্রুদ্ধস্বভাব বিশিষ্ট হয় তার নিকট থেকে আল্লাহতায়ালা হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা কেড়ে নেন। যে ব্যক্তি স্ত্রীকে নেক ও সালেহা বানাতে চায়, সে নিজে নেক ও সালিহ হোক। আমাদের জামাতের জন্য জরুরী যে, তাঁরা যেন মহিলাদেরকে নেক ও সালেহা বানান। তাকওয়া অবলম্বন করুন। যখন (নিজেদের মধ্যে) তাকওয়া থাকে না, তখন আওলাদ ও সন্তান-সন্ততিও 'পিলিদ' ও অপবিত্র হয়ে যায়। সন্তানসন্ততির তৈয়ব ও পবিত্র হওয়াটা 'তৈয়্যবাতের' ধারাবাহিক শৃংখলকে চায়। সেজন্য সকলের উচিত নেক নমুনা প্রদর্শন করা। স্ত্রী স্বামীর গয়েন্দা স্বরূপ হয়ে থাকে। সে তার দোষ-ত্রুটি তার স্ত্রী থেকে গোপন করে রাখতে পারে না। তেমনিভাবে স্ত্রী তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্নাও হয়ে থাকে। যখন স্বামী সরল পথে কায়েম হবে, তখন স্ত্রী তাকেও ভয় করবে এবং খোদাকেও ভয় করবে। তাই এরূপ নমুনা স্থাপন করা উচিত, যাতে স্ত্রীর এটা ধর্ম হয়ে যায় যে, 'আমার স্বামীর ন্যায় অন্য কোন নেক ও সৎ ব্যক্তি নাই, এবং স্ত্রী যেন আন্তরিক বিশ্বাস রাখে যে, তার স্বামী পুংখানুপুংখভাবে নেকীর প্রতি খেয়াল রাখে ও তা পালন করে চলে। যখন স্ত্রীর এই আন্তরিক বিশ্বাস কায়েম হয়ে যায় তখন ইহা সম্ভব নয় যে সে (স্ত্রী) নিজে নেকীর বাইরে থাকে। الرجال قوامون على النساء —ইহা আল্লাহতায়ালা এজন্য বলেছেন যে, স্ত্রীরা স্বামীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্বামী (নিজের মধ্যে) যে পরিমাণ সালাহিয়াত, নেকী ও তাকওয়াকে বাড়াবে তা থেকে স্ত্রী নিশ্চয় কিছুটা হলেও অংশ গ্রহণ করবে। তেমনি সে যদি দুরাচার ও দুর্বৃত্ত হয়, তাহলে স্ত্রীও দুর্বৃত্ততা ও দুরাচার থেকে অংশ গ্রহণ করবে।

স্ত্রীদের দোষ-ত্রুটির পরিবর্তে তাদের সদগুণগুলি দেখা উচিত ঃ

হুজুর বলেন যে, কোন কোন সময় পুরুষেরা স্ত্রীদের সহিত এজন্য দুর্ব্যবহার করে, তারা বলে, "তার অমুক অভ্যাস বা স্বভাব চরিত্র আমার পছন্দ নয়।" কিন্তু তারা ভুলে যায় যে কারও দোষ-ত্রুটির কারণে যদি তাকে ত্যাগ করতে হয় তাহলে বান্দাদের সহিত খোদাতায়ালার সম্পর্ক স্থাপন হতেই পারে না। কেননা কোন মানুষই এমন নেই যে সে দুর্বলতা মুক্ত ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। তাদের মধ্যেও কি এরূপ অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্র বিদ্যমান নেই যেগুলি স্ত্রীদের নিকট অপছন্দনীয় হয়? আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন এক ক্ষেত্রে বলেছেন, "মোমেন যেন তার মুমেনা স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ না করে। যদি তার নিকট তার স্ত্রীর কোন চরিত্র অপছন্দ হয়ে থাকে তাহলে তার মধ্যে অন্য কোন ভাল ও পছন্দনীয় গুণও তো আছে।"

হুজুর বলেন, এ সেই নিগূঢ় তত্বটি রয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে সমাজ প্রীতি ও ভালবাসার বাধনে আবদ্ধ হয়। অন্যথা, যদি দোষ-ত্রুটিই দেখা হয়, তাহলে যে কোন দুজন ব্যক্তির মধ্যে মহব্বতের সম্পর্ক কায়েম থাকতে পারে না।

স্ত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তিদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা ঃ

হুজুর (আইঃ) বলেন, কুরআন করীম কতিপয় (বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও) শর্ত সাপেক্ষে স্ত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তি দানের অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু পুরুষেরা অধিকাংশ সময় এর অপব্যবহার করে থাকে এবং ঐ সকল শর্তের প্রতি দৃষ্টি রাখে না, অধিকন্তু প্রহারের ক্ষেত্রেও সীমা লঙ্ঘন করে যায়।

হুজুর (আইঃ) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি ইরশাদের উল্লেখ করেন যে, একবার তিনি (সাঃ) বলেন : لا تضربوا اماء الله

অর্থাৎ, আল্লাহর দাসীদেরকে প্রহার করো না। আল্লাহর দিকে খেয়াল করো, এরা যে তাঁর দাসী।" উক্ত ইরশাদটি এত গভীর প্রভাব বিস্তার করলো যে এর কয়েক দিন পরেই হযরত উমর (রাঃ) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! স্ত্রীরা তাদের স্বামীর উপর প্রবল হয়ে পড়েছে, তাদের সাহস ও ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে।" তাতে তিনি (সাঃ) স্ত্রীদেরকে শাসাবার অনুমতি দিলেন কিন্তু প্রহারের অনুমতি দিলেন না। এর কিছু কাল পরেই আবার 'আযওয়াজে মুতহ্‌হারাত' (হযরত নবী করীমের পবিত্রাত্মা স্ত্রীগণ) এর নিকট মহিলারা তাদের স্বামীদের সম্বন্ধে অভিযোগ করলেন। তাতে হুজুর আকরাম (সাঃ) সাহাবাদেরকে বললেন, "মোহাম্মদের (সাঃ) স্ত্রীদের নিকট বহু মহিলা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন। তাহাদের মধ্যে সে ব্যক্তি ভাল নয়, যে তার স্ত্রীদের সহিত দুর্ব্যবহার করে।"

তালাকদানে শীঘ্রি করা অবাঞ্ছনীয় ঃ

হুজুর (আইঃ) বলেন, সমাজ-গঠন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে এমন কতক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যখন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়, অথবা স্ত্রী তালাক নিতে বাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু তালাকের ব্যাপারে তড়িঘড়ি ও শীঘ্রি করা অবাঞ্ছনীয়। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এমন প্রতিটি মহিলা, যে সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে স্বামী থেকে তালাক গ্রহণে শীঘ্র করে, তার জন্য জান্নাতের সুরভি হারাম।" আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তালাককে উহা জায়েজ (বৈধ) হওয়া সত্বেও সর্বাপেক্ষা অপছন্দ করতেন। বিশেষতঃ যখন কারো সঙ্গে সন্তানও থাকে, এমতাবস্থায় তালাক অধিকতর অবাঞ্ছিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একবার এক ব্যক্তির বিষয় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নিকট পেশ করা হলো যে সে ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে লিখেছেন যে, সে (স্ত্রী) যদি পত্র দেখা মাত্র আমার নিকট (আসার জন্য) রওয়ানা না হয়ে পড়ে তাহলে তার তৎক্ষণাৎই তালাক হবে।" তাতে হুজুর আকদাস (আঃ) বললেন, "যে ব্যক্তি এত শীঘ্র সম্পর্কচ্ছেদে উদ্যত ও তৎপর হয়ে উঠে, তার সম্বন্ধে আমরা কি করে আশা করতে পারি যে, সে আমাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদে শীঘ্র করবে না।"

সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ অহংকার হলো নেকীর অহংকার ঃ

হুজুর (আইঃ) বলেন যে, বহু প্রকারের বিষয় আছে যেগুলি আমাদের সমাজকে খারাপ করে চলেছে। সেগুলির মৌলিক ও বোনিয়াদী কারণটি হলো অহংকার বিভিন্ন বেশ বদল করে মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হয়, আর সবচাইতে ভয়াবহ অহংকারটি হলো 'নেকী বা পুণ্যের অহংকার'। দুনিয়াতে বহু রকমের ফাসাদ ও বিশৃংখলা ঘটছে 'পুণ্যের অহংকা'রের ফলশ্রুতিতেই।

হুজুর বলেন, নেকী বা পুণ্যকে যদি নাজায়েয ও অবৈধ উপায়ে প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা চালানো হয় তাহলে তার বিপরীত ফলোদয় হবে।

ঘৃণা-বিদ্বেষ দুরীকরণ মাহদী (আঃ) -এর আবির্ভাবের আলামত বা চিহ্ন ঃ

হুজুর (আইঃ) সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃত ইরশাদ পাঠ করে শোনান এবং আহবাবে-জামাতকে খোদাতায়ালার তৌহীদ অবলম্বন করার এবং পরস্পর মহব্বত ও সহানুভূতি সৃষ্টি করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে, ঘৃণা-বিদ্বেষ দূরীভূত হওয়া মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের লক্ষণ ও চিহ্ন বিশেষ। এই আলামত ও লক্ষণটি কি পূর্ণ হবে না ?! হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) জামাতকে উপদেশ প্রদান করেছেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ভ্রাতাদেরকে দুঃখ দেওয়া ঠিক নয়। অন্যের উপর দোষারোপ করো না। কেননা অনেক সময় মানুষ অন্যের উপর দোষারোপ করে নিজেই সে দোষে দোষী ও গ্রেফতার হয়ে যায়। দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের শিকড় ও ব্যাধি এই যে, অন্যের দোষ ত্রুটি ধরে সেগুলির প্রচারনা করা ও বিস্তার দেওয়া হয়। এ সব কার্যের দ্বারা আত্মা খারাপ হয়ে যায়, কলুষিত হয়ে পড়ে। তাকওয়ার সহিত কার্য সাধনকারীগণ ফেরেস্তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন। মুত্তাকীকে বালা-মুসিবত ও বিপদাবলী থেকে রক্ষা করা হয়। নিজেদের ভ্রাতার পর্দাপোষী করুন, তার দোষ-ত্রুটি ঢাকুন এবং তার ইজ্জত-আবরুর উপর আক্রমণ করবেন না।

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে বিনয় শিখুন ঃ

হুজুর বলেন, সত্যবাদী হয়ে মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবানত হোন। নিজের সদগুণ ও সুযোগ্যতার জন্য বিনয়ী ও নম্র হোন। তারপর দেখুন, সমাজের অবস্থা কি দ্রুত শুধরাতে আরম্ভ করেছে। যে ব্যক্তি পুণ্যানুষ্ঠান ও নেক কার্যাবলীর উপর অহংকারে স্ফীত হয়, সে তার নিজের দোষ-ত্রুটি ও গোনাহ-খাতার উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়ার তাওফিক পায় না। অনুতাপ ও ইস্তেগফার করার তাওফিক সে ব্যক্তিই লাভ করে থাকে, যে নিজের নেকীর উপর বিনয়ী হয়। সেজন্য বিনয় শিখুন, এবং সে বিনয় শিখুন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে।

হুজুর বলেন, "হিকমত ও বিচক্ষণতার সহিত, চোখ খোলে পরস্পর মুয়ামেলা ও বিষয়াদির নিষ্পত্তি করুন। অত্যন্ত বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে জামাতে আহমদীয়ার উপর,—তারা শুধু নিজেদের মধ্যে 'আখলাক' অর্থাৎ চারিত্রিক গুণাবলীই সৃষ্টি করবে না, বরং সেগুলিকে উচ্চাঙ্গীণ চারিত্রিক গুণাবলীতে উপনীত করবে, বরং তার চেয়েও অগ্রসর হয়ে উচ্চাঙ্গীণ চারিত্রিক গুণাবলীকেও সুশোভিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলবে।"

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নসর' ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৮)

(খ) দাজ্জাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

আখেরী যামানায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে অন্যতম বিশেষ চিহ্ন এবং লক্ষন হিসেবে 'দাজ্জাল' এবং 'দাজ্জালের বাহন' (খারে দাজ্জাল) সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীসের কয়েকটি উদ্ধৃতি নীচে উল্লেখ করা হলো :

দাজ্জালের পরিচিতি ঃ

০ "যদি কেহ সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করে তাহলে সে দাজ্জালের ফেতনা হতে রক্ষা পাবে।" (মুসলিম, আবু দাউদ, নেসায়ী, কনজুল উম্মাল)।

০ "যে কেহ দাজ্জালের দেখা পাবে সে যেন সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত এবং শেষ দশ আয়াত পড়ে।" (মসনদে আহমদ)।

০ "আদমের জন্ম হতে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে ভয়াবহ কোন ফেতনার সৃষ্টি হয় নাই।" (মুসলিম, মেশকাত)।

০ "দাজ্জালের এক চোখ কানা হবে এবং তার কপালে 'কাফ-ফে-রে' লেখা থাকবে যা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মোমেনই পড়তে পারবে।" (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযি, কনজুল উম্মাল)।

০ 'বায়ু-চালিত মেঘের ন্যায় দাজ্জাল দ্রুত গতিতে চলবে..... কৃত্রিম উপায়ে পশুগুলিকে মোটা-তাজা করবে এবং তারা বেশী পরিমাণে দুধ দিবে। তারা অনাবাদী অঞ্চলে ধন-রত্ন আবিষ্কার করবে।" (তিরমিযি, মুসলিম)

০ "আখেরী জামানায় দাজ্জাল প্রকাশিত হবে যারা ধর্মকে দুনিয়ার সাথে মিশ্রিত করবে।" (নেসায়ী, কনজুল উম্মাল)।

০ "দাজ্জালের আবির্ভাব কালে লোক নামায ত্যাগ করবে, আমানত খেয়ানত করবে, গর্বের সংগে অত্যাচার করবে, শাসকগণ ভক্ষক হবে.....সুদের ব্যাপক প্রচলন হবে.....খুন করা সাধারণ ব্যাপার হবে।" (কনজুল উম্মাল)

০ "দাজ্জাল একটি যুবককে কেটে আবার জীবিত করবে।" (মুসলিম; তিরমিযি)

০ দাজ্জালের সংগে জান্নাত ও দোযখ থাকবে। তার জান্নাত প্রকৃতপক্ষে দোযখ হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

০ "দাজ্জালের সংগে রুটির পাহাড় এবং পানির নহর থাকবে।" (মেশকাত)

০ "দাজ্জাল মৃত জীব এবং মানুষের ছবি জীবন্ত আকারে দেখাবে।" (মুসলিম)

০ "মক্কা ও মদিনা ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র দাজ্জাল পৌঁছে যাবে।" (মুসলিম)

দাজ্জালের গাধার পরিচয়ঃ

o "দাজ্জালের এক গাধা থাকবে।" (বায়হাকী)

o "দাজ্জালের গাধা আগুন ও পানি দ্বারা উটের ন্যায় চলবে, দিন ও রাত সকল সময় চলবে এবং চিৎকার করে লোকজনকে ডাক দিবে।" (কনজুল উম্মাল, মসনদ আহমদ বিন হাম্বল)।

o "দাজ্জালের গাধার এক পা হতে অন্য পা একদিন এক রাতের পথ হবে, তার দ্বারা সহজেই দুনিয়া পরিভ্রমণ করা যাবে।" (কনজুল উম্মাল)।

o "দাজ্জালের মাথায় ধোঁয়ার পাহাড় হবে।' (কনজুল উম্মাল)

o "দাজ্জালের গাধার দুই কানের ব্যবধান হবে ৭০ গজ।" (বায়হাকী)

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বানী সমূহে বর্ণিত বিষয়গুলি যে একান্তই রূপক এবং ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ বিষয় তাতে কোন সন্দেহই নাই। ভবিষ্যদ্বাণী-মূলক রুইয়া এবং কাশফী বর্ণনা ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে: "আমি দেখিলাম যে সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করিতেছে।" (সুরা ইউসুফ: ৫)। অন্যত্র রয়েছে: "আমি স্বপ্নে তোমাকে জবেহ করিতে দেখিয়াছি।" (সুরা সাফফাত: ১০৩)। প্রথমোক্ত আয়াতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিজয় এবং দ্বিতীয় আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর একটি মহাসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। অনুরূপভাবে দাজ্জাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য যুক্তিজ্ঞানের আলোকে এগুলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় আক্ষরিক অর্থে কখনই দাজ্জালের গাধারও জন্ম হবে না এবং দাজ্জালও আসবে না।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টির দ্বারা আমরা দাজ্জালের পরিচয় পেতে পারি তাহলো এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের পূর্বে দাজ্জালী ফেতনা এবং খৃষ্টান ধর্মের ত্রিত্ববাদী শিক্ষার প্রচার—এই দুইটি বিষয়ের শক্তিশালী প্রভাব চরমভাবে পরিলক্ষিত হবে। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের সুরা কাহাফে বলা হয়েছে: "আল্লাহ এই কুরআন এইজন্য অবতীর্ণ করিয়াছেন যে ইহা ঐ সকল লোককে সতর্ক করিয়া দেয় যাহারা বলে যে, আল্লাহর একজন পুত্র সন্তান রহিয়াছে।' (সুরা কাহাফ: ৫)। সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াতে ত্রিত্ববাদী খৃষ্ট-ধর্মের খণ্ডন করা হয়েছে। তাই হাদীসে দাজ্জালী ফেতনা হতে বাঁচার জন্য সুরা কাহাফের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি পড়তে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, 'দাজ্জাল' শব্দটির অর্থ হতেও বুঝা যায় যে, এর দ্বারা খৃষ্টান জাতিকেই বুঝায়। প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান 'আকরাব' এবং 'তাজ' অনুসারে দাজ্জালের অর্থ হলো 'একটি বৃহৎ দল বা জাতি যারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে দেয়' 'এরূপ কোন দল বা জাতি যারা ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি দ্বারা জগতকে ছেয়ে ফেলে'। এই বর্ণনা এ যুগের ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের জন্য যথাযথভাবে প্রযোজ্য—কারণ তারা প্রধানতঃ ব্যবসা-বানিজ্য, সামরিক ও আর্থিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সেই সংগে মিশনারী পদ্ধতির দ্বারা সারা জগত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

তৃতীয়তঃ, এক-চক্ষু-বিশিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ হলো বৈষয়িক উন্নতি ও বস্তুবাদীতাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদির দিকে মনোযোগ না দেওয়া। বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টীয়-বিশ্বাসের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে কপালে 'কাফ-ফে-রে' থাকার অর্থ হলো খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদিতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতি সমূহের নাস্তিকতা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার যা বর্তমান যামানায় পূর্ণ হয়েছে। মৃতকে জীবিত করা, রুটির পাহাড় এবং জান্নাত সংগে থাকা—এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা যথাক্রমে চিকিৎসা-শাস্ত্রে অপূর্ব অগ্রগতি, অর্থ-সম্পদ ও খাদ্য-উৎপাদনে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিলাশ-বহুল জীবন-যাপনের আপাতঃমধুর কৃষ্টি ও কালচারের লোভনীয়তাকে বুঝানো হয়েছে যা বর্তমান যুগে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান এবং নাস্তিকদের মাধ্যমে সর্বাধিক পূর্ণতা লাভ করেছে।

(গ) ইয়্‌জুজ-মাজ্‌জ ও দাজ্জালের মোকাবেলা ঃ

এখন আমরা ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের মোকাবেলার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিচে উল্লেখ করলাম যাতে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, একদিকে যেমন দাজ্জাল ও ইয়াজুজ ও মাজুজের ফেতনার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, অন্যদিকে মহাকরুণাময় আল্লাহতায়ালার ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর অবির্ভাবও যথাসময়ে ঘটেছে।

o "আল্লাহতায়ালা মসীহ মাওউদের নিকট অহী নাযেল করে জানাবেন যে, একটি দল বাহির হয়েছে যাদের সংগে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারও নাই, তুমি আমার বান্দাদের পর্বতে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ কর। মোট কথা এরূপ অবস্থায় আল্লাহতায়ালা ইয়াজুজ ও মাজুজকে বাহির করবেন, প্রত্যেক উচ্চতা হতে তাদের অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে।" (মুসলিম)।

o "মসীহ মাওউদ (আঃ) কে দেখে দাজ্জাল দ্রবীভূত হয়ে যাবে যেভাবে পানিতে লবন দ্রবীভূত হয়।' (মুসলিম)

o "মসীহ মাওউদ (আঃ) বিবাদ-কারীদের দোর-গোড়া পর্যন্ত দাজ্জালকে অনুসরণ করবেন এবং সেখানে তাকে বধ করবেন।" (মুসলিম)

o "দাজ্জালের নানা প্রকার ভোজ-বাজি প্রদর্শন কালে আল্লাহতায়ালা মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে আবির্ভূত করবেন।" (মুসলিম)

o "দাজ্জালের অনুসন্ধানে মসীহ মাওউদ (আঃ) বাহির হবেন এবং 'লুদ নামক স্থানে গিয়ে মোকাবেলা করে তাকে হত্যা করবেন। (মুসলিম)

o "দাজ্জালকে হত্যা করার দায়িত্ব প্রতিশ্রুত মসীহের উপর ন্যাস্ত।" (মেশকাত)

o "ইয়ানজিলা ফিকুম ইবনে মারাইয়ামা হাকামান আদালান ফা-ইয়াকসেরুস সলীবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিনজিরা ওয়া ইয়াজাযুল জিযইয়া"।

অর্থ :- "ইবনে মরিয়ম নাযেল হইবেন যিনি তোমাদের মধ্যে মিমাংসাকারী, ন্যায় বিচারক হইবেন এবং তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন, শুকর বধ করিবেন এবং 'যিজিয়া' রহিত করিবেন" (বোখারী)

০ "ইউশেকুমান আশা মিনকুম আহঁইয়ালকা ইসাবনা মার্‌ইয়ামা ইমামান মাহদীয়ান ওয়া হাকামান আদালান ফা-ইয়াকসিরুস সলীবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিনজিরা ওয়া ইয়াজাউল হারব।

অর্থ :—"তোমাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা দেখিতে পাইবে ঈসা ইবনে মরীয়মকে ইমাম মাহদী, মিমাংসাকারী ও ন্যায় বিচারক রূপে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন, শুকর নিধন করিবেন এবং ধর্ম-যুদ্ধ রহিত করিবেন। (মসনদে আহমদ বিন হাম্বল, জিলদ-২)

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির আলোকে ইহা সুস্পষ্ট যে, ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালী ফেতনা হতে উদ্ধারের জন্য এবং বিশ্ববাসীকে ইসলামের আলোকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব অবধারিত ছিল। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের আবির্ভাব কি একথা প্রমাণ করে না যে সেই প্রতিশ্রুত মহা-পুরুষও নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আগমন করেছেন?

বস্তুতঃপক্ষে ইয়াজুজ-মাজুজ হলো বর্তমান কালের দুটি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি-জোট যারা পরস্পর মারাত্মক প্রতিযোগিতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রয়েছে। মোটামুটিভাবে একদিকে রাশিয়া এবং তার জোট-ভুক্ত জাতিসমূহ এবং অন্যদিকে আমেরিকা ও তার জোট-ভুক্ত জাতিসমূহ বিশ্বব্যাপী দুরপনেয় ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে চলেছে। এই ফেতনারই আর একটি দিক হলো ত্রিত্ববাদী-খৃষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস যা দাজ্জালী ফেতনা রূপে বিশ্বের চতুর্দিকে বর্তমান কালেই সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ সামরিক ও রাজনৈতিক বিপদাবলী (ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনা) এবং ধর্মীয় ও নৈতিক সমস্যাবলী (দাজ্জালী ফেতনা) এই উভয় দিক হতেই আজ পৃথিবীতে মহা-সংকটাপন্ন অবস্থা বিরাজমান। এই পরিস্থিতিতে ঐশী-প্রতিশ্রুত প্রতিকার ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের সুমহান শান্তি-বাণীকে পূনরায় বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এবং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয়-আকীদার অসারতা প্রতিপন্ন (ইয়াকসিরুস সলীব) করার জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যথাসময়ে আগমন করেছেন। তিনি ইসলামের আলোকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন (এ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হবে) এবং আহমদীয়া জামাত নামে ঐশী-প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন যা বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ পথে ইসলাম-প্রচার কার্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এগিয়ে চলেছে। তিনি যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী সাহায্য-পুষ্ট নিদর্শনাবলীর দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) একজন মানব রসূলই ছিলেন, খোদা বা খোদার পুত্র ছিলেন না এবং তিনি অতীতের

সকল নবী-রসুলের ন্যায় ইন্তেকাল করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আকাশে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাস একটি কাল্পনিক এবং যুক্তিহীন ধারণা মাত্র। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সশরীরে আকাশে উত্তোলন এবং সেখানে সশরীরে জীবিত থাকা সম্পর্কিত বিশ্বাস বা আকীদার সমর্থনে যুক্তি-পূর্ণ তথ্য বা নিদর্শন প্রকাশের জন্য তিনি বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে কোন মানুষের ক্ষমতা আছে কি?

এই সকল বিষয় একত্রে এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, মানব জাতি এমন একটি যুগ-সন্ধিক্ষনে এসে পৌঁছেছে যে বর্তমানে তাদের জন্য দুটি পথ খোলা রয়েছে: (১) এই মহা-প্রতিশ্রুত যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ তথা ইসলামের পুনর্জাগরণের নেতৃত্বদানকারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) কে গ্রহণ করে বিশ্ববাসী প্রতিশ্রুত শান্তি ও নিরাপত্তা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার মহা-প্রাচীরের আশ্রয়-তলে ইহজীবনেই স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদলাভ করতে সক্ষম হবে, অথবা (২) ইয়াজুজ-মাজুজ এবং দাজ্জালের চক্করে পড়ে বিশ্ববাসী ক্রমবর্ধমান সংকটাপন্ন বিশ্ব-পরিস্থিতির নিষ্পেষণে দলিত-মথিত হয়ে ধ্বংস-স্তুপে পরিণত হতে চলেছে। এই দুটি পথের মধ্যে একটিকে অবশ্যই 'পসন্দ' (choose) করতে হবে। একটি হলো প্রতিশ্রুত শান্তির পথ এবং অন্যটি প্রতিশ্রুত ধ্বংসের পথ। একটি 'সিরাতুল মুস্তাকীম' (সরল পথ) এবং অন্যটি 'মাগযুব' বা অভিশপ্ত ও 'যাল্লীন' বা পথ ভ্রষ্টদের পথ। যে কোন একটি পথ পসন্দ করার এই অধিকার জন্মগত, স্বাধীন এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকার বলে স্বীকৃত (পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী: 'লা-ইকরাহা ফিদ্দীন)। সুতরাং সুধীসজ্জন এবং পবিত্র চিত্তদের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত হৃদয়ে এই সকল বিষয়ে সার্বিক দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। (ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে নিজদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহতায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।" (কিশতিয়ে-নূহ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-র গ্রন্থ-পরিচিতি

"দুশমনের সারি আমি পদদলিত করিয়াছি,
অসীর কর্ম আমি মসীতেই সাধিয়াছি।"
—'দুররে সমীন'

[সাম্প্রতিক কালে বিশেষ একটি মহল কতিপয় পত্রিকায় আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে 'কাট-ছাঁট' করে উদ্ধৃতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

অতএব, আমরা সভ্য-জগতের হাতিয়ার 'কলম' হস্তে প্রেরিত সুলতানুল কলম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। আশা করি, পাঠকবর্গ এই পরিচিতি পাঠে লিখনি-সম্রাটের 'ক্ষুরধার লিখনি' ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কতখানি কার্যকরী অবদান রেখেছে তাহা হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হবেন।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪)

(৮) ইজালায়ে আওহাম (সন্দেহ-সংশয়ের নিরসন)

এই গ্রন্থটির সূচনাতেই হযরত আহমদ (আঃ) সন্দেহ পোষণকারীগণকে ঐশী সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। হযরত আহমদ (আঃ) যেরূপ ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকেন তদ্রূপ নিদর্শন দেখানোর জন্য তিনি তাদিগকে আমন্ত্রণ জানান এবং দাবীর সাথে নিশ্চয়তা সহকারে বলেন যে, তারা অনুরূপ নিদর্শন প্রদর্শন করার চেষ্টা করলে ঐশী সাহায্য তো পাবেই না বরং ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হবে।

তিনি তাঁর দাবী সম্পর্কে উত্থিত আপত্তি যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃতকে জীবন, অন্ধকে দৃষ্টি এবং বধিরকে শ্রবণ-শক্তি প্রদান করার যে নিদর্শন দেখিয়েছেন সে তুলনায় এই মসীহ অর্থাৎ হযরত আহমদ (আঃ) কি নিদর্শন প্রদর্শন করছেন?

তিনি জনগণের মনোযোগ এই বাস্তব ও প্রকৃত বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করেছেন যে, হাদীস গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত বিষয় থেকে যা প্রকাশ পায় তাহোল প্রতিশ্রুত মসীহ মৃতকে জীবন দান তো দূরের কথা বরং তাঁর নিঃশ্বাসে জীবিতরা (কাফেরেরা) পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে। অতঃপর তিনি জানান যে, আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে রূহানীভাবে মৃতদের এমন সঞ্জীবনী সুধা প্রদানের ক্ষমতাসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন যে, মৃতরা কেবল জীবনই নয় বরং অমরত্ব লাভ করবে। হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ এই সঞ্জীবনী বাক্য (কালাম) যা তিনি প্রদত্ত হয়েছেন তা যদি অন্য কারও মাঝে পরিলক্ষিত হয়, তবে দাবীর সাথে তিনি ইহাও বলেন যে, তাহলে তিনি স্বেচ্ছায় মেনে নিবেন যে তিনি খোদাতায়ালার তরফ থেকে প্রেরীত নন।

তিনি মুসলমানগণকে এই প্রত্যয় প্রদান করেন যে ইসলামের সাহায্য ও বিজয় সন্নিকট এবং যা কিছু তিনি করছেন তা মানব মস্তিষ্ক-প্রসূত নয় বরং স্বয়ং খোদাতায়ালার পরিকল্পনা মাফিক করছেন। এই ঐশী ব্যবস্থাপনা তাঁরই কায়েমকৃত এবং তিনিই ইহার সাহায্যকারী।

অতঃপর তিনি হযরত ঈসা আঃ (যীশু খৃষ্ট) কর্তৃক প্রদর্শিত মোজেজা বা ঐশী নিদর্শনাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ধর্মের প্রতি উদাসীনতা রূহানীভাবে অন্ধত্বের কারণ হয়, ঐশী বাণীর প্রতি কর্ণপাত না করা একরূপ বধিরত্বের জন্ম দেয় এবং বিকৃত ধর্ম পালন করা বিশেষ ধরনের খঞ্জত্বই বটে। এ সকল অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্যই মোহাম্মদী মসীহ অর্থাৎ হযরত আহমদ (আঃ) প্রেরিত হয়েছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) প্রদর্শিত নিদর্শনাবলীর প্রকৃত ব্যাখ্যাদানের পর হযরত আহমদ আঃ পবিত্র কুরআনের সুরা 'যিলযাল' এর তফসীর করে হযরত মসীহ ইবনে মরিয়মের পুনারাবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর রূপক পরিভাষার ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রদান করেন। উক্ত ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে তিনি সূর্য ও চন্দ্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া, নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি ঘটা এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতাধরগণের ভীতি-কম্পনের উদ্রেক পরিলক্ষিত হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ দান করে বাইবেলে 'মথি' বর্ণিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ে মনুষ্যপুত্রের পুনরাগমণকালের যে সকল চিহ্ন ও নিদর্শন বিবৃত রয়েছে তা বর্তমান যুগকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বলে অকাট্যভাবে প্রমান করেন।

হযরত আহমদ আঃ বাইবেলের সুসমাচারগুলির সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী উদ্ধৃতি তুলে ধরে প্রমাণিত করেন যে শাব্দিক অর্থে এ সকল বিষয় মেনে নিলে নিঃসন্দেহে উদ্ধৃতি সমূহ পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় বলে সাব্যস্ত হবে, কিন্তু যদি এই সকল উদ্ধৃতিকে আলংকারিক বলে ধরা হয় তবে এতে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব।

সুরা 'যিলযাল' এ বর্ণিত ঘটনা প্রবাহ অন্তিমকালের জন্যও নির্ধারিত বলে তিনি জানান। জামানার ঐ সকল অবস্থাবলীর বিশদ বিবরণের পর গ্রন্থটিতে হযরত আহমদ আঃ "আমাদের ধর্ম" শিরোনামে একটি অধ্যায় সংযোজিত করেন। এখানে তিনি বলেন যে তাঁর ধর্মের নির্যাস হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহ' এবং তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস অবধি এই ঈমান রাখেন যে পবিত্রতম রসুল হযরত মুহাম্মদ সাঃ-ই খাতামান্নাবীয়িন ও সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠতায় সকলের শীর্ষে তিনি অবস্থানরত আছেন। এবং তিনি হলেন সেই রসুল যার পবিত্র হস্তে ধর্ম-ব্যবস্থা তথা শরীয়তকে চরম উৎকর্ষতা ও পরম পূর্ণতা দান করা হয়েছে। তিনি আরও ঈমান রাখেন যে কুরআন করীমই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব—ঐশীগ্রন্থ; ইহাতে কোন সংযোজন, পরিবর্তন বা বর্জনের অবকাশ নেই। অতঃপর তিনি দাবীর সহিত তাঁর ঈমানের এই ঘোষণা দান করেন যে, 'ফাতেহ ইসলাম' ও 'তৌজিহে মারাম' গ্রন্থদ্বয়ে কাশফ, রুইয়া ও ইলহামে বর্ণিত ব্যক্তিত্ব যার আগমনে ধর্মজগতে পুনর্জীবনের স্পন্দন জাগবে ও ইসলামের পুনর্বিজয় ঘটবে বলে বর্ণিত হয়েছে তা স্বয়ং তিনি ব্যতীত অন্য কেহ নন। পরবর্তীতে তিনিই যে মসীহ

মাওউদ তার সপক্ষে তিনি ব্যাপক দলিল প্রমাণাদি সহকারে পাঠকদের নিশ্চিত প্রত্যয় দান করেন যে, তাঁর দাবীর প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করে যিনি জামাতভুক্ত হবেন তিনি ঈমান লাভের কারণে আধ্যাত্মিক নিরাপত্তার পুরস্কারে ভূষিত হবেন এবং আল্লাহতায়ালা তাকে ঈমানে মজবুতি, দৃঢ়তা ও প্রশস্ততা দ্বারা অনুগৃহীত করবেন।

'ইজালায়ে আওহাম' গ্রন্থটির দ্বিতীয়াংশে হযরত আহমদ (আঃ) ঘোষণা দান করেন যে অজ্ঞতাবশতঃ জনগণ হযরত ঈসা (আঃ)-র 'জীবন-মৃত্যু' বিষয়ে যে সকল আপত্তিজনক প্রশ্নাবলী উত্থাপন করে থাকে তার যথোপযুক্ত সদুত্তোর এই অংশে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলেন যে, যে কেহ গ্রন্থটি গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে হযরত ঈসা (আঃ)-র জীবন মৃত্যু নিয়ে উদিত তার সকল সন্দেহ-সংশয় বিদূরীত হবে এবং এতদসংক্রান্ত সমুদয় প্রশ্নের জবাবও সে পেয়ে যাবে।

এই অংশে হযরত আহমদ (আঃ) পবিত্র কুরআনের ৩০ (ত্রিশ)টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে সেগুলির ব্যাখ্যা দান করেন, যাহা বনি ইসরাইলীয় নবী হযরত মসীহ ইবনে মরিয়ম (আঃ)-র স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করা অকাট্য ও সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত করে।

যেহেতু ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-র জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল যে তিনি যেন পবিত্র কুরআন মজীদের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্বকে জগতে বিস্তৃতি দান করেন তাই এই গ্রন্থটিতে তিনি "পবিত্র কুরআনে বিধৃত কুরআন মজীদের সৌন্দর্য" শীর্ষক একটি পৃথক অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। অতঃপর তিনি এমন কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেছেন যাঁরা অঙ্গীকারের সাথে এই ঘোষণা প্রদান করেছেন যে ঐশী নিদর্শন, রুইয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁরা অবগত হয়েছেন যে হযরত আহমদ (আঃ)-ই প্রতিশ্রুত মসীহ'র প্রকৃত দাবীদার।

পরবর্ত্তীতে হযরত আহমদ (আঃ) তাঁর কয়েকজন বিশেষ সাহায্যকারী ও সাহাবীর উল্লেখ যোগ্য খেদমতের বিবরণ উল্লেখ করেন এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম প্রচারাভিযানের রূপরেখাও প্রদান করেন।

গ্রন্থটির শেষাংশে তিনি তাঁর হস্তে বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশাবলী দান করেন এবং সে সাথে এখনও যারা সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন তাদের জন্যেও কিছু হেদায়াত রাখেন।

হযরত আহমদ (আঃ) ওহী-ইলহাম সম্পর্কে আলীগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদ খান KCSI-সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করে এ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষানুযায়ী উক্ত বিষয়ের সঠিক পরিচিতি তুলে ধরেন।

গ্রন্থটিতে তিনি আরবী শব্দ 'তাওয়াফ্ফা'— যা হযরত ঈসা (আঃ)-র জীবন-মৃত্যু বিষয়ে আলোচনার মূল 'চাবি-কাঠি' এবং যার প্রয়োগ সর্বাবস্থায় কেবলমাত্র 'মৃত্যু' অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উক্ত শব্দের মৃত্যু ব্যতিরেকে ভিন্ন অর্থ প্রমাণিত করতে কেহ সক্ষম হলে হযরত আহমদ (আঃ) তাকে ১,০০০ (এক সহস্র) রূপী প্রদান করার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। এখানে তিনি ইহাও ব্যক্ত করেন যে, বনীইসরাইলী হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর মৃত্যু এমন একটি মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার প্রতিশ্রুত মসীহ'র আবির্ভাবের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে ইহা নেহায়েৎ জরুরী। (ক্রমশঃ)

[Introducing the books of the Promised Messiah (P)—অবলম্বনে লিখিত]

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

সংবাদ ঃ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬৩তম সালানা জলসা ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও ভাব গম্ভীর পরিবেশে অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত বিগত ১৪, ১৫ ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিগত বৎসরের মত এবারও হযরত খলিফাতুল মসিহ রাবে (আইঃ) কর্তৃক মনোনীত ওফদ এই জলসায় অংশ গ্রহণের জন্য ঢাকায় আগমন করেন। মোহতারম মির্যা আব্দুল হক সাহেব (আমীর, পাঞ্জাব-পাকিস্তান) এই ওফদের আমীর ছিলেন। তৎসংগে মোহতারম এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব (আমীর, রাওয়ালপিন্ডি জামাত, পাকিস্তান) এবং মোহতারম বশির আহমদ তারেক সাহেব (কায়েদ, জেলা, করাচী, পাকিস্তান) তসরিফ আনেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ শুক্রবার জুমা'র নামাজ পড়ান ওফদের আমীর মোহতারম আলহাজ মির্যা আব্দুল হক সাহেব। খোৎবায় তিনি আহমদীদের উপর পাকিস্তান সরকারের আচরণ ও জামাতের ভাইদের ইসতেকামাত এবং উক্ত পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সারগর্ভ হেদায়েত প্রদান করেন। হুজুর (আইঃ) প্রেরিত ওফদ ছাড়াও এই বৎসর পশ্চিমবংগ ভারত হইতে কলিকাতা জামাতের নায়েব আমীর মোহতারম মাশরেক আলী সাহেব, কলিকাতা জামাতের মিশনারী ইনচার্জ মোহতারম মৌলানা সুলতান আহমদ জাফর সাহেব এবং মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব (মুরুব্বী, ডায়মন্ড হারবার, কলিকাতা) এই জলসায় অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা শহর সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে প্রায় দুই সহস্রাধিক সদস্য এই মহান আধ্যাত্মিক জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। কতিপয় হিন্দু সহ প্রায় আড়াইশত গয়ের আহমদী জেরে তবলীগ বন্ধু বিভিন্ন জামাতের সদস্যদের সাথে জলসায় আসেন এবং তিন দিনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

তিনদিন ব্যাপী এই জলসার পাঁচটি মূল অধিবেশন ছাড়াও বাংলাদেশ মজলিসে আনাসারুল্লাহ ও বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিন শুক্রবার বেলা ২-৩০ মিনিটে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে কার্যক্রম শুরু হয়। এই অধিবেশনে মৌলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী কুরআন করীম হইতে তেলাওয়াত করেন এবং জনাব মাজহারুল হক সাহেব (সেক্রেটারী, ইসলাহ-ও-ইরশাদ, বাঃ আঃ আঃ) নযম পেশ করেন। অতঃপর আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফা-তুল মসিহ রাবে (আইঃ) কর্তৃক জলসায় আগত আহবাবে জামাতের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পবিত্র পয়গাম পাঠ করে শুনান মরকজের ওফদের আমীর মোহতারম মির্যা আব্দুল হক সাহেব। মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ কর্তৃক অনুদিত উক্ত পয়গাম ছাপাইয়া জলসায় আগত মেহমান-দের মধ্যে বিতরণ করা হয় ও পঠিত হয়।

এই মহান জলসার উদ্দেশ্যে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের লিখিত উদ্বোধনী ভাষণ তার পক্ষ হইতে থাকসার (এ, কে, রেজাউল করীম) পাঠ করিয়া শুনাই। দোওয়ার পর জলসায় আগত মেহমানদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া জলসার উদ্দেশ্যাবলী ব্যক্ত করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান মোহতারম ভিজির আলী সাহেব। এই অধিবেশনে আল্লাহ্-তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম গোলাম আহমদ খান সাহেব, সিরাতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (হুদায়বিয়ার

সন্ধির তাৎপর্যের আলোকে) সম্পর্কে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ন্যাশনাল কায়েদ মোহতারম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, দাওয়াত ইলাল্লাহ ও ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয় সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকজীয়ার সদর সাহেব মোহতারম মৌলানা মাহমুদ আহমদ এবং আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ (হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে) সম্পর্কে বক্তৃতা করেন ময়মনসিংহ জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহতারম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। এই অধিবেশনের ঘোষণায় ছিলেন জনাব এ, টি, এম, হক সাহেব। দ্বিতীয় দিবস (১৫-২-৮৬) রোজ শনিবার সকাল ৮-০০ হইতে ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ রোজ শনিবার সকাল ১০-০০ ঘটিকায় আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মোহতারম শরীফ আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় এবং ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত চলে। এই অধিবেশনে কুরআন করীম তেলাওয়াত করেন নব নিযুক্ত মোয়াল্লেম হাফেজ আবুল খায়ের সাহেব ও নজম পেশ করেন জনাব এস, এম, হাবিবুল্লাহ সাহেব। অতঃপর একামতে সালাত, তরবিয়তে আওলাদ, ইসলামী খেলাফত ও ঐশী বিকাশ এবং এতায়াতে নেজাম—এই চারটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মোহতারম মৌলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব, আলহাজ্ব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, জনাব মকবুল আহমদ খান, ও অধ্যক্ষ মুসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেবান। এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন মোঃ আবদুল হাদী সাহেব।

তৃতীয় অধিবেশন

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট ডাঃ আনোয়ার হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার তৃতীয় অধিবেশন বিকাল ২-৩০ মিনিট হইতে শুরু হয় এবং সন্ধ্যা ছয়টায় শেষ হয়। এই অধিবেশনে কুরআন করিম হইতে তেলাওয়াত করেন মৌঃ মোঃ সলিমুল্লাহ সাহেব এবং স্বরচিত নজম পেশ করেন। কুরআন করীমের কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব, আল্লাহতায়ালার নৈকট্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা, হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং মালী কুরবানী এই পাঁচটি বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে আল-হাজ্ব তবারক আলী সাহেব (সেক্রেটারী তালিম ও ওসিয়ত, বাঃ আঃ আঃ), মৌলানা আবদুল আযিয সাদেক সাহেব (সদর মুরুব্বী), মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব (আমীর, ঢাকা আঃ আঃ) মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব (অবসর প্রাপ্ত সদর মুরুব্বী) ও জনাব নজির আহমদ ভুঁইয়া সাহেব (সেক্রেটারী, তালিফ তসনীফ এবং রিসতানাতা, বাঃ আঃ আঃ)। মাঝে জনাব কাউসার আহমদ (চট্টগ্রাম) সাহেবও একটি নজম শুনান। এই অধিবেশনে অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন জনাব বি, এ, এম, এ, ছাত্তার সাহেব।

চতুর্থ অধিবেশন

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ রোজ রবিবার সকাল দশ ঘটিকায় ঢাকা জামাতের আমীর মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে কুরআন করীম হইতে তেলাওয়াত করেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী) ও নজম পেশ করেন নবনিযুক্ত মোয়াল্লেম জনাব মাহমুদ আহমদ শরীফ। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওফাত, বিশ্ব-সমস্যা সমাধানে ইসলাম, আহমদীয়া বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল, মুহাম্মদী নবুয়তের চির-প্রবাহমান কল্যাণ-ধারা এই চারিটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মোহতারম মৌঃ মোঃ সলিমুল্লাহ (মোয়াল্লেম), অধ্যাপক আমীর হোসেন (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়), মোহতারম মুজিবুর রহমান (আমীর, জামাতে আহমদীয়া রাওয়াল পিণ্ডি, পাকিস্তান) এবং মৌলানা ফারুক আহমদ (সদর মুরুব্বী) সাহেব। এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন অধ্যাপক রাজিব উদ্দিন আহমদ সাহেব প্রেসিডেন্ট বগুড়া জামাত। এই দিন সকাল ৮-৩০ টা হইতে ৯-৩০ টা পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপ্তি অধিবেশন

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ বিকাল ২-৩০ মিনিটে জলসার পঞ্চম ও সমাপ্তি অধিবেশন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এই অধিবেশনে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী (মোসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত), হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কার্য্যাবলী, ভারতে ইসলাম প্রচার, আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কতিপয় ইলজামের খণ্ডন, ঈমানের পরীক্ষা ও ইস্তেকামাত এই পাঁচটি বিষয়ের উপর সারগর্ভ ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মোহতারম মীর্যা আবদুল হক সাহেব (আমীর, পাঞ্জাব, পাকিস্তান), জনাব মুতিউর রহমান (প্রেসিডেন্ট, পটুয়াখালী আঃ আঃ), মৌলানা সুলতান আহমদ জাফর (মিশনারী ইনচার্জ আহমদীয়া মুসলিম মিশন, কলিকাতা), মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী), মোহতারম মুজিবুর রহমান সাহেব। মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেবের উর্দু বক্তৃতাটির বংগানুবাদ করিয়া শুনান মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। অনুষ্ঠান ঘোষণার দায়িত্ব ছিল খাকসারের উপর।

অতঃপর অধিবেশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর সাহেব এক সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি ভাষণে বাংলাদেশের সকল আহমদী ভাইদেরকে দায়ী ইলাল্লাহ কাজে আগাইয়া আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি তাঁর ভাষণে পাকিস্তানে নির্যাতিত নিপীড়িত ভাইদের ইস্তেকামাত ও শীঘ্র নির্যাতন হইতে মুক্তি লাভের জন্য বিশেষ দোয়া জারী রাখার জন্যও আহবান জানান। তিনি আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল

মসীহ রাবে (আইঃ)-এর দীর্ঘ জীবন, তাঁহার নিরাপত্তা ও তাঁহার হাতে ইসলামের বিজয়কে ত্বরান্বিত করার জন্যও আহবাবে জামাতকে দোয়া করতে অনুরোধ জানান।

অতঃপর থাকসার জলসা কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে জলসায় আগত মেহমানদের খেদমতে অনেক অসুবিধা থাকা সত্বেও তাঁহারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর মেহমান হিসাবে সকল বিষয়ে যে ধৈর্য ও শৃংখলার পরিচয় দিয়া জলসাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন তাহার জন্য সকল ভাইদের খেদমতে শোকরিয়া জ্ঞাপন করি। আগামী দিনে যেন আমরা অসুবিধাগুলি কাটাইয়া উঠিতে পারি, যাহারা যে উদ্দেশ্যে—জলসায় আগত ভাইদের খেদমতে দোয়ার দরখাস্ত করিয়াছেন তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য ও এস্তেজামিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট ভাইদের খেদমত যেন আল্লাহতায়ালা কবুল করেন, সেইজন্যও দোওয়ার তাগিদ করি।

এই জলসায় দুইটি বিবাহ পড়ান হয় ও ১৯ (উনিশ) জন ভ্রাতা বয়েত গ্রহণ করেন। নবদীক্ষিত ভ্রাতাদের ঈমান, ইস্তেকামাত ও আমলের তরক্কীর জন্য বন্ধুগণ দোয়া করিবেন। জলসায় নিম্নোক্ত বাচ্চাদের আকিকা প্রদান করা হয় :—

ক) তেজগাঁও জামাতের জনাব হারুন রশিদ সাহেবের বিবি ও বাচ্চাদের, খ) জনাব তসলিম আহমদ হাজারী, পিতা জনাব সলিম আহমদ হাজারী গ) জনাব হালিম আহমদ হাজারীর মেয়ের ঘ) রাজিয়া সুলতানা, পিতা জনাব জাফর আহমদ চৌধুরী ঙ) আমাতুল করিম জিনিয়া, পিতা-জনাব রেজাউল করিম।

অতঃপর এজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রেডিও বাংলাদেশ হইতে এবারকার জলসার সংবাদ প্রচার করা হয় এবং দৈনিক খবর, দৈনিক জনতা পত্রিকা দুইটি জলসার খবর ছবি সমেত ছাপায়। দৈনিক নিউ নেশন (ঢাকা), দৈনিক করতোয়া (বগুড়া) উইকলী জীবন (বগুড়া) ইত্যাদি পত্রিকা সমূহেও এই জলসার প্রেস বিজ্ঞপ্তি ছাপানো হয়।

আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ত্রয়োদশ সালানা জলসা

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৩ তম সালানা জলসা বিগত ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। মরকজ থেকে আগত মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব, এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব, মৌলানা মাহমুদ আহমদ জনাব বশির আহমদ তারেক সাহেব এই জলসায় যোগদান করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী রোজ মংগলবার বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মৌঃ মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে বিকাল ২-৩০ ঘটিকায় ১ম অধিবেশন শুরু হয়, এবং তাহা বিকাল ৬ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। এই অধিবেশনে কোরআন করীম হইতে তেলাওয়াত করেন মৌঃ মোহাম্মদ

ইসরাইল দেওয়ান সাহেব এবং নযম পেশ করেন মৌঃ শরিফ আহমদ সাহেব। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন অধিবেশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর সাহেব। জলসায় আগত মেহমানদের ও মরকজের যুজুর্গানগণের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবুল হাসেম সাহেব। ইহার পর হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ও হযরত মসীহ (আঃ) এক অভিন্ন ব্যক্তি, দাওয়াত ইলাল্লাহ ও ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয়, ইসলামে খেলাফত ও ঐশী বিকাশ এবং আহমদীয়া বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল এই চারটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী), মোহতারম মৌলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব (সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকজিয়া, রাবওয়া) রাজশাহী জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব ও মোহতারম এডভোকেট মুজিবর রহমান সাহেব। (আমীর জামাতে আহমদীয়া, রাওয়াল পিণ্ডি)। এই জলসায় পার্শ্ববর্তী এলাকার ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ যোগদান করেন।

জলসার ২য় দিবসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সকাল ৯-৩০ ঘটিকায় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাওয়ালপিণ্ডি জামাতের আমীর মোহতারম এডভোকেট মুজিবর রহমান সাহেব। তরবিয়তে আওলাদ, এতায়াতে নেযাম, ঈমানের পরীক্ষা ও এস্তেকামাত সম্পর্কে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌঃ আহসানুল্লাহ পাটোয়ারী, জনাব শরিফ আহমদ ও মোহতারম এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব। এই অধিবেশনে পর্দার আড়ালে প্রায় তিন শতাধিক লাজনা ও নাছেরাত বক্তৃতা শুনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১০-৩০ হইতে ১২-৩০ পর্যন্ত এই অধিবেশন চলে। এই অধিবেশনের প্রারম্ভে কুরআন করীম হইতে তেলাওয়াত ও নযম পেশ করেন যথাক্রমে জনাব ইয়াকুব আলী সাহেব ও জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহা করিম।

জলসার শেষ ও সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ২-৪৫ ঘটিকায়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অধিবেশনটিতে কুরআন করীম তেলাওয়াত করেন দিনাজপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌঃ হামিদ হাসান খান সাহেব। নযম পেশ করেন জনাব তারেক আহমদ সাহেব। অতঃপর ওফাতে ঈসা (আঃ), মোহাম্মদী নবুয়তের চির প্রবহমান কল্যাণ ধারা, সাদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), মালী কোরবাণী ও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক। এই ৫টি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন। যথাক্রমে জনাব শরিফ আহমদ (প্রেসিডেন্ট, আঞ্জুমানে আহমদীয়া, আহমদ নগর), মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী), জনাব আবুল হাসেম সাহেব (জেনারেল সেক্রেটারী আঞ্জুমানে আহমদীয়া, আহমদ নগর) জনাব এ, কে, রেজাউল করিম (সেক্রেটারী ফাইনান্স, বাঃ আঃ আঃ) ও মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব (আমীর, ঢাকা আঞ্জুমানে

আহমদীয়া ও নায়েব আমীর-২, বাঃ আঃ আঃ)। অতঃপর সমাপ্তি ভাষণ দান করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব। এই ভাষণে মোহাম্মদী নবুয়তের চির প্রবহমান ধারায় যে ভাবে আজ পৃথিবীতে ইসলাম তথা আহমদী-য়াতের প্রচার চলছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দ্বারা পুনরায় সারা বিশ্বে শান্তি ফিরাইয়া আনার ও মানুষের আধ্যাত্মিকতা ফিরাইয়া আনার যে পন্থা জারী করা হইয়াছে, তাহার প্রতি আলোকপাত করেন। তিনি বক্তৃতায় স্মৃতিচারণ করিয়া ১৯৩৪ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর এক সত্যস্বপ্নে যে সকল নিদর্শন প্রাপ্ত হয়েছিলেন উহা বর্ণনা করেন।

অতঃপর হযরত আমিরুল মোমেনিন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আঃ) ও মরকজ হইতে আগত ওফদের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও সার্বিক মংগল কামনা করে এবং উক্ত জলসায় নবদীক্ষিত ১৯ জন বয়েতকারী ও অন্যান্য সকলের এবং বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বের জন্য সার্বিক কল্যাণ কামনা করে দোয়ার মাধ্যমে দুইদিন ব্যাপী জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এ কে, রেজাউল করিম

বিভিন্ন জামাতে জাঁকজমকের সাথে মোসলেহ মওউদ দিবস উদযাপন ঃ

নাসেরাবাদ ঃ—গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকাল ৪ ঘটিকা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত নাসেরাবাদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে মোসলেহ মওউদ দিবস উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন নাসেরাবাদ জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ শওকত আলী সাহেব। তেলাওয়াতে কোরআনের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। মোসলেহ মওউদ (রাঃ) সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব আবুল হোসেন সাহেব, মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান সাহেব ও এ, এইচ, এম জহীরুদ্দীন সাহেব। পরিশেষে সভাপতির ভাষণের পর দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

তারুয়া ঃ—বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ইং তারিখে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে মোসলেহ মওউদ দিবস উপলক্ষে মহাসমরোহে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বাংলা ও উর্দু নযম পাঠ করার পর মোসলেহ মওউদ সংক্রান্ত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

এর প্রতিশ্রুত পুত্রের ভবিষ্যৎবাণীর আলোকে স্থানীয় বক্তাগণ সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। এই উপলক্ষে মসজিদকে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

খাকদান ঃ—বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী খাকদান জামাতে আহমদীয়ার স্থানীয় মসজিদে মোসলেহ মওউদ দিবস উৎযাপন করা হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন বক্তা হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ইহা ছাড়া ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর উপর বাংলা ক্যাসেট শুনানো হয়। কয়েকজন গয়ের আহমদী ভ্রাতাও উপস্থিত ছিলেন। ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

কুমিল্লা ঃ—গত ২০শে ফেব্রুয়ারী কুমিল্লা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে অত্যন্ত সাফল্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মোসলেহ মওউদ দিবস উৎযাপন করা হয়। সভায় স্থানীয় বক্তাগণ মোসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণীর তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব ও অসাধারন গুণাবলীর উপরও আলোচনা করা হয়। এই উপলক্ষে স্থানীয় খোদ্দামগণ একটি "দেয়াল পত্রিকা" বের করেন। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

বগুড়া ঃ—বগুড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক গত ১০শে ফেব্রুয়ারী ৮৬ তারিখে মোসলেহ মওউদ দিবস পালিত হয়। জামাতের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রজিব উদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে অত্যন্ত জাঁক-জমকের সহিত দিবসটি পালন করা হয়। এই উপলক্ষে এক সভায় স্থানীয় জামাতের সদস্যগণ মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেন।

ঘাটুরা ঃ—গত ২০-২-৮৬ইং তারিখে ঘাটুরা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে বাদ মাগরিব হইতে রাত্র প্রায় নয়টা পর্যন্ত "মুসলেহ মাউদ দিবস" পালন করা হয়। দিবসটিতে মসজিদে আলোক সজ্জা করা হয়। অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে আনন্দ ও উৎসাহে ভরপুর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল জাহের হাজারী সাহেব প্রেসিডেন্ট ঘাটুরা, কোরআন তেলাওয়াত, নযম ও বক্তব্যের মধ্য দিয়া এই দিবস রাত্র প্রায় নয়টা পর্যন্ত চলে। (আল-হামদুলিল্লাহ)

বগুড়ায় তবলীগি সভা

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী স্থানীয় জামাতে এক ধর্মীয় সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পাকিস্তান থেকে আগত প্রখ্যাত এডভোকেট জনাব মুজিবুর রহমান সাহেব "বিশ্ব ব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আহমদীয়া জামাত" এই বিষয়ের উপর সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। পরের দিন আরেক সভায় জনাব মুজিবুর রহমান সাহেব পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাত" এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। খবরগুলি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

সংকলন : মোহাম্মদ আবদুল হাদী

সিলসিলার বুজুর্গানদের স্মরণে

মরহুম আহসান উল্লাহ সিকদার সাহেব ঃ

বিগত ১৯ শে আগষ্ট, ১৯৮৫ ইং রাত্রে নারায়ণগঞ্জ জামাতের মুজাহেদ আহমদী মোঃ আহসান উল্লাহ সিকদার, তাঁহার ঢাকার বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন) ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রহ্মদেশের 'থাইটকুন' শহরে চাকুরী করিতেন। পর পর দুইটি আশ্চার্য্য স্বপ্ন দেখিয়া স্থানীয় আলেম ওলামার কাছে উহার তাবির তালাশ করেন। কোনও আলেম স্বপ্নের সঠিক ইঙ্গিত দিতে পারেন নাই। হঠাৎ একদিন গভর্ণমেন্ট হাসপাতালের এক আহমদী ডাক্তার সিদ্দিক সাহেবের সম্মুখিন হন। আহমদী ডাক্তার তাঁর খাবে'র কথা শোনেন এবং খা-বে দেখা সেই মহাপুরুষ ইমাম মাহদী ছাড়া অন্য কেহ নন; ডাক্তার সিদ্দিক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী এবং তাঁহার জন্মস্থান কাদিয়ান, ইত্যাদি পূর্ণবিবরণ বয়ান করেন। ডাঃ সিদ্দিক আরও বলেন হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ইন্তেকাল করেছেন এবং এখন তাঁহার দ্বিতীয় খলিফার জামানা চলছে।

ইতিমধ্যেই অন্য এক ঐতিহাসিক নিশান সিকদার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৌলানা আকরাম খাঁ সাহেবের সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে হযরত মির্যা সাহেবের ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হওয়ার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। সিকদার সাহেবের মন আনন্দে নাচিয়া উঠে। তিনি মৌলানা আকরাম খাঁর সাথে লিখা-লিখি আরম্ভ করেন। মৌলানা সাহেব তাঁর লেখা একবার সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে প্রকাশও করেন। কিন্তু হায়, মৌলানা আকরাম খাঁ-হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু স্বীকার করিয়াও হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর উল্টো ব্যাখ্যা আরোপ করেন এবং সেই স্বনাম-ধন্য আহলে হাদিস মৌলানা আহমদীয়াত সম্বন্ধে চিরতরে খামুশী এখতিয়ার করেন।

বীর মুজাহেদ সিকদার সাহেব আর সবুর করিতে পারিলেন না। তিনি স্বচক্ষে কাদিয়ান দর্শন ও খলিফার যিয়ারত না করিয়া ছাড়িবেননা। রেঙ্গুন হইতে জাহাজ যোগে কলিকাতা উপনীত হন। তারপর শূণ্য হাতে কী উপায়! কুচ্ পরওয়া নাই। হুগলী হতে পদব্রজে কাদিয়ান সফর দিনে রাতে পথে-অপথে শাঁওতাল পাহাড় অতিক্রম করিয়া দেড় মাসে কাদিয়ান-দারুল আমানে খোদার বান্দা হাজির! আল্লাহর রুহানী রাজ্যে প্রবেশ মাত্র এক মুহূর্তে সব ক্লান্তি শীতল। তারপর হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-র দ্বারে অতিবিনীত নিবেদনঃ 'হুজুর আমার বয়েত কবুল করুন।' হুজুরের দাস্তে মোবারকে মোঃ আহসান উল্লাহ সিকদার বয়েত গ্রহণ করে জীবনের সর্বোচ্চ আশা পূর্ণ করেন।

কিছু কাল কাদিয়ানের বরকত হাসেল করে হযরত খলিফাতুল মসীহ (রাঃ)-র ইজাযত নিয়ে পুনরায় হেঁটে হেঁটে দেশে ফিরে আসেন।

নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে তিনি এই এলাহি সিলসিলার মহাকর্মী। তবলীগ তাঁহার রক্ত-প্রবাহ। "মহা-সুসংবাদ" তাঁহার এক প্রকাশিত পুস্তিকা। কিছু কাল তিনি ছিলেন "আহমদী" পত্রিকার সম্পাদক। আহমদীয়াত সম্পদেই ছিল তাঁহার 'অভিমান'।

মরহুম ওয়ালী মিঞা ঃ

সিলেটের এক কোনে অবস্থিত আন্দিউড়া গ্রামের এক পুরান আহমদী পরিবারের সর্বশেষ একেলা আহমদী "ওয়ালী আহমদ" গত ৩রা মার্চে, ১৯৮৬ ইং ৭৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন) দারিদ্রের বন্ধু ওয়ালী মিঞা দেশ-খেশ বর্জিত পরশ পাথর আহমদী যেন শাহাদাত-তুল্য মৃত্যু বরণ করেন। সাংসারিক স্বার্থ-বুদ্ধি বিশিষ্ট উপযুক্ত পুত্র কন্যার চাপে পড়িয়াও এক রত্তি বিচলিত হন নাই। অটল অচল ইমান সহকারে আপন মাহবুবের দ্বারে চলিয়া যান। তিনি নিজের বাগানে বসিয়া গল্পাকারে আহমদীয়াতের তবলীগ শোনাইতেন। শত্রুও তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া শত্রুতা ভুলিয়া যাইত। তাঁহার জীবনীতে অনেক ঈমানবর্ধক কথা আছে। তিনি বাংলাদেশের প্রথম কাতারের আহমদী শরীয়ত উল্লাহ ওরফে সুরুজ মিঞার কনিষ্ঠ পুত্র।

সৈয়দ হুমায়ুন জা স্মরণে ঃ

এই পৃথিবীর সকল বস্তুই ক্ষণ-স্থায়ী কেবল বিশ্ব স্রষ্টা প্রভুর চেহারার জ্যোতিঃ চিরস্থায়ী ও দেদীপ্যমান। সেইরূপ তাঁহার সৃষ্ট মনুষ্যও মরণশীল। কেবল তাঁহার নেক বান্দার নেক আমল ও মোমিন-চেহারা চির স্মরণীয় হয়ে অন্তরে জেগে থাকে। কুরআন-কিরণ আহমদীয়াতে রঙ্গীন এমনি তাঁহার এক নেক বান্দা ঢাকা মীরপুর নিবাসী সৈয়দ হুমায়ুন জা গত ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ ইং সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে জুমআর নামাযের পরক্ষণেই ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬ বৎসর সংলগ্ন ছিল। তাঁহার স্ত্রীপুত্র-কন্যাদের আল্লাহ-তায়ালা ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক দান করুন এবং তাঁহার আত্মার মাগফেরাত ও দারাজাত বুলন্দ করুন। আমীন!

– চৌধুরী আব্দুল মতিন

আনসারুল্লাহর বার্ষিক তালিমীপ্রোগ্রাম

১। প্রত্যেক আনসারকে নামাজের কালাম অর্থসহ মুখস্ত করিতে হইবে এবং উহা নিজ ছেলে-মেয়েদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

২। প্রত্যেক আনসারকে পবিত্র কুরআনের শেষ ১০ (দশ) সুরা অর্থসহ মুখস্ত করিতে হইবে এবং উহা নিজ ছেলে-মেয়েদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

৩। প্রত্যেক আনসারকে উর্দু ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।

৪। প্রত্যেক আনসারকে প্রত্যেক দিন কোরআন পাঠ করিতে হইবে এবং নিজ ছেলে-মেয়েকে পড়াইতে হইবে।

৫। প্রত্যেক আনসারকে সুরা ফাতেহার তফসীর শিক্ষা করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রোগ্রাম ব্যতীত নিম্ন লিখিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী শিক্ষা করিতে হইবে ও তদনুযায়ী প্রত্যেক মজলিসকে দুইটি পরীক্ষা লইতে হইবে। প্রথম পরীক্ষা ৩০শে মে, ১৯৮৬ তারিখে নিম্ন পাঠ্যসূচী মোতাবেক হইবে।

ক) পবিত্র কোরআন ২৬ পারার দ্বিতীয় অর্ধাংশের বাংলা অনুবাদ (সুরা আল ফাতাহ ১০ নং আয়াত হইতে সুরা জারিয়ার ৩১ নং আয়াত পর্যন্ত)।

খ) ইসলামী নীতি দর্শন (প্রথম অধ্যাংশ)।
গ) বুনিয়াদী নিসাব-প্রথম অধ্যাংশ (মজলিসে আনসারুল্লাহ মার্কজিয়া কর্তৃক প্রণীত)।

দ্বিতীয় পরীক্ষা ৩০শে নভেম্বর, ১৯৮৬ তারিখে নিম্ন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী হইবে।

ক) পবিত্র কোরআনের ২৭ পারার প্রথম অধ্যাংশের বাংলা অনুবাদ (সূরা জারিয়ার ৩২ নং আয়াত হইতে সূরা আর-রহমানের ৩৫ নং আয়াত পর্যন্ত)।
খ) ইসলামী নীতি দর্শন-দ্বিতীয় অধ্যাংশ,
গ) বুনিয়াদী নিসাব-দ্বিতীয় অধ্যাংশ (মজলিসে আনসারুল্লাহ মার্কজীয়া কর্তৃক প্রণীত)।

উপরোক্ত প্রোগ্রামের বাস্তবায়ণের অগ্রগতির প্রতিবেদন সকল জয়ীম/জয়ীমে আলা/মোতামাদ তালীম সাহেবানকে প্রতি মাসে খাকসারের নিকট প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল। খাকসার—

আব্দুল কাদির ভুইয়া
মোতামাদ তালিম, বাঃ মঃ আঃ

শুভ-বিবাহ

১। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী '৮৬ ঢাকা জামাতের ৫৪ নং শাহ আলী বাগ মীরপুর নিবাসী জনাব মোঃ আবদুর রহমান ভুইয়ার ১মা কন্যা মোসাম্মাৎ আলীমা ছিদ্দকার সহিত তাজহাট, রংপুরের জনাব মোঃ আবদুল জাহের সাহেবের ১ম পুত্র জনাব নজরুল ইসলাম এর শুভ বিবাহ ৬০১০১/০০ (ষাট হাজার একশত এক টাকা) দেন-মহর ধার্যে ঢাকা দারুততবলীগে সম্পন্ন হয়।

১। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ তারিখে সালানা জলসার প্রথম দিন বাদ মাগরেব তেজগাঁও আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মাৎ হোসনে আরা শেফালীর সহিত কামালপুর (নোয়াখালী) আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মোখলেছুর রহমান ভুইয়া সাহেবের তৃতীয় পুত্র জনাব ফারুক আহমদ ভুইয়ার শুভ বিবাহ ৫০০.০১/— (পঞ্চাশ হাজার এক টাকা) দেন-মহর ধার্যে ঢাকা দারুত তবলীগে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান জামাতের সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।

৩। ২৬শে ফেব্রুয়ারী আহমদনগর আঃ আঃ-র সালানা জলসায় পঞ্চগড় ভাবরঙ্গী নিবাসী সহিদুল ইসলাম সাহেবের পুত্র আবদুস ছামাদের সহিত আহমদনগর নিবাসী জনব আবদুল বারিকের কন্যা মোছাম্মাৎ মনোয়ারা বেগমের বিবাহ ২,০০১ (দুই হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

নব দম্পতিদের জন্য সকল আহবাবে জামাতের নিকট দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

সালানা জলসা

ক্রোড়া (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) ঃ আগামী ২১ ও ২২শে মার্চ, ১৯৮৬ ইং ক্রোড়া আঃ আঃ-র সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

থাকদান (পটুয়াখালী) ঃ আগামী ২৯শে মার্চ থাকদান আঃ আঃ-র সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

সকলকে নিজ নিজ বিছানাপত্রসহ জলসায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন ঃ—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar